আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
সংবাদ পাঠক
রেডিও জেদ্দা, সৌদি আরব

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

ISBN : 978-984-8808-42-9

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১৩
রবিউল আউয়াল-১৪৩৪
মাঘ-১৪১৯

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (চতুর্থ তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৬২২১৯৫, ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Allahar Sahajjo O Bijoy (Allah's Help and Victory) Written by Md. Zillur Rahman Hashemi, Published by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition January 2013 Price Tk.50.00 only.

AP-90

www.pathagar.com

তোহফা

শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মহোদয়ের
মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে
যাদের থেকে জ্ঞান অর্জন
করা সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

০ আল্লাহর পরিচয় ॥ ৫

০ আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ ॥ ১৩

০ নবী-রাসূলদের পরিচিতি ॥ ২১

০ আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা ॥ ২৬

০ আল-কোরআন ও হাদীসে সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ॥ ৩৯

০ মুসলিম সমাজে সাহায্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ॥ ৪২

০ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার কারণসমূহ ॥ ৪৭

০ আল্লাহর সাহায্য দেরিতে আসার কারণসমূহ ॥ ৫৫

০ যুগে যুগে আল্লাহর সাহায্যের দৃষ্টান্ত ॥ ৬১

০ বর্তমানে আল্লাহর সাহায্য আসার উপায়সমূহ ॥ ৬৭

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার আগেই "আল্লাহ" সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ শব্দটি এমন একটি ইসমে জাত বা Proper Name যা আকাশে ও জমিনে তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই নামটি ব্যবহার করা সমীচীন মনে করেন না। যে নামটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে Proper Name বলে।

আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে লিখা হয়েছে। যেমন GOD, ঈশ্বর, পরমাশ্বর, ভগবান, দেবতা ইত্যাদি। এই শব্দগুলোকে বহুবচন অথবা স্ত্রী লিঙ্গ করা যায়। কিন্তু আল্লাহ শব্দের কোন পুরুষ বাচক বা স্ত্রী বাচক রূপ নেই। আল্লাহ জেণ্ডার বা লিঙ্গ পরিচয়ের উর্ধ্বে। (বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা, পৃ. নং-৩০– ডা. জাকির নায়েক)

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই বিশ্ব লোক কখনই অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না বা পারেনি। তিনি বহু নন, তিনি এক বা একক। তিনি স্বীয় কুদরতে মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে পূর্বের কোন নমুনা না দেখেই সৃষ্টি করেছেন। আসমান ও জমিনের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মহাবিশ্বকে নিজ শক্তি বলে সৃষ্টি করে নিজেকে আড়ালে রেখে, তাকে কঠিন ও শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। (স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃ. ৬৮– মাও. মোহাম্মদ আবদুর রহীম)

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও গবেষণার পর ফ্লোরিডা একাডেমী অব সায়েন্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলবার্ট–ম্যাককনরস উইনচেষ্টার বলেছেন, আল্লাহতে আমার বিশ্বাস শিথিল না হয়ে আরও জোরদার হয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা এ বিশ্বাস আরও মজবুত বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্যাদা আর সর্বশক্তি সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তা

www.pathagar.com

আরও জোরদার হয়েছে। (চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব পৃ. ১৩২– জন ক্লোভার মোনজমা)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পরিচয় সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কোরআনে বলেছেন :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. (الاخلاص : ٤-١)

অর্থ : (হে নবী) বলুন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি (সন্তান নেই) এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি (পিতামাতা নেই)। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা আল-ইখলাস : ১-৪ নং আয়াত)

আরবী অভিধানে আল্লাহ শব্দের মূল : (اَلْ ۔ اِلٰهٌ) "আল-ইলাহ" লেখা হয়েছে। উচ্চারণের সুবিধার্থে ও নামের শ্রুতি মধুরের উদ্দেশ্যে "ইলাহ" শব্দের শুরুতে "হামজাটি" বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারপর পাশাপাশি "দুই লামের" মধ্যে ইদগাম বা সংযুক্তি করার পর اَللّٰهُ (আল্লাহ) নামটি গঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে আসল তথ্য আল্লাহই জানেন। (আল-মু'জামুল ওয়াসিত, পৃ. ৪৫)

অপর দিকে, "ইলাহ" শব্দ থেকে اَللّٰهُ নামটি প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে "ইলাহ" শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ, উপাস্য। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ১২৪– ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী প্রধান ধর্মসমূহ চূড়ান্ত বিচারে উচ্চতর স্তরে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। সকল ধর্মগ্রন্থই প্রকৃত অর্থেই একেশ্বরবাদের পক্ষে অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বরে তথা এক আল্লাহতে বিশ্বাসের কথা বলে। (বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা, পৃ. ৪০– ডা. জাকির নায়েক)

"আল ইলাহ" থেকে "আল্লাহ" নামটি রূপান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : সকল সৃষ্টির উপর যার দাসত্ব ও মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তিনি হচ্ছেন "আল্লাহ"। (ফিকহে আল-আসমাউল হোসনা, পৃ. ৯২– আবদুর রাজ্জাক আল-বদর)

* জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে "আল্লাহ" শব্দটি নিয়ে গবেষণা হয়েছে সেই গবেষণার ফলাফল ইন্টারনেটেও তুলে ধরা হয়েছে। তা এখানে তুলে ধরছি।

www.pathagar.com

ক. আল্লাহ হচ্ছেন জীবিত ও চিরন্তন, তার কোন ঘুম, নিদ্রা নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ـ

(البقرة : ٢٥٥)

অর্থ : আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবিত, চিরন্তন, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। (সূরা আল-বাকারা : ২৫৫ নং আয়াত)

খ. প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা হচ্ছেন 'আল্লাহ'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ـ (الزمر : ٦٢)

অর্থ : আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকারী। প্রত্যেকটি বস্তুর তিনি সংরক্ষক, পর্যবেক্ষক ও কর্তৃত্বশীল। (সূরা আয-যুমার : ৬২ নং আয়াত)

গ. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তার মাতাপিতা, সন্তান নেই, তার সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায়–

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. (الاخلاص : ٤-٢)

অর্থ : আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি (স্ত্রী ও সন্তান নেই) এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি (পিতা-মাতা নেই)। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা আল-ইখলাস : ২-৫ আয়াত)

("لِلّٰه") লিল্লাহ শব্দ দিয়ে আল্লাহ-কে চেনার উপায় :

আল্লাহ (أَللّٰه) শব্দের শুরু– "হামযা" টি বাদ দিলে, শব্দটি তখন "লিল্লাহ" হবে। এই শব্দটি দিয়েও আল্লাহকে চেনা যাবে।

ক. আকাশ ও জমিনের মালিকানা 'লিল্লাহ বা আল্লাহর'। আল্লাহ বলেন :

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ (البقرة : ٢٨٤)

আকাশে ও জমিনে যা কিছু আছে, সকল কিছু লিল্লাহর বা আল্লাহর। (সূরা আল-বাকারা : ২৮৪ নং আয়াত)

খ. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল বাহিনী 'লিল্লাহর' বা আল্লাহর। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ (الفتح : ٤)

অর্থ : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যতো বাহিনী রয়েছে সকলই লিল্লাহর বা আল্লাহর। (সূরা আল-ফাতাহ : ৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ : সকল সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাউকে শাস্তি, কাউকে রক্ষার কাজ বাস্তবায়ন করে।

গ. আকাশ ও জমিনের রাজত্ব 'লিল্লাহর'। তিনিই ছেলে, মেয়ে দান করেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ـ (الشورى : ٤٩)

অর্থ : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব 'লিল্লাহর' বা আল্লাহর। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (সূরা আশ-শুরা : ৪৯ নং আয়াত)

(لَهُ) লাহু শব্দ দিয়েও আল্লাহকে চেনা যাবে

"লিল্লাহ" শব্দের প্রথম লামটি যদি বাদ দেয়া হয়, তখন শব্দটি "لَهُ" লাহু শব্দে পরিণত হবে। এই শব্দটি দিয়েও আল্লাহকে চেনা যাবে।

ক. ক্ষমতা এবং রিযিকের প্রশস্ততা ও সংকোচন (لَهُ) বা আল্লাহর।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ـ (الشورى : ١٢)

অর্থ : আকাশ ও জমিন নিয়ন্ত্রণের (ক্ষমতা) লাহু বা আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং যাকে ইচ্ছা পরিমিত রিযিক দেন। (সূরা আশ-শূরা : ১২ নং আয়াত)

খ. বাদশাহী, প্রশংসা এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতা 'লাহুর'

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ (تَغَابُنْ : ١)

অর্থ : বাদশাহী বা রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা 'লাহুর' বা আল্লাহর। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (সূরা আত-তাগাবুন : ১ নং আয়াত)

www.pathagar.com

গ. আল্লাহর সুন্দর সুন্দর (নিরানব্বইটি) নামের কথা "لَهُ" তে বলা হয়েছে।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ (طه : ٨)

অর্থ : (লাহুর) আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। (সূরা ত্বোহা : ৮ নং আয়াত)

অর্থাৎ : এই নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় জানতে হলে আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা বা অনুধাবন করুন, তখন তাঁকে চেনা যাবে। যেমন ধরুন, মানুষের সৃষ্টি রহস্য। ডারউইনের থিউরীতে বলা হয়েছে মানুষ হচ্ছে বানরের বংশধর। অপর দিকে ড. মরিস বুকাইলীর মতে, মানুষের সৃষ্টির মূল বস্তু হচ্ছে "মাটি"। মানুষের দেহে বারটি পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে "অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ।" তাছাড়া আরো আটটি পদার্থ মানব দেহে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় যেমন, সিলিকন, ক্লোরিন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার, জিংক এবং মলিবডেনাম। (স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃ. ৪০৯ এর টীকা অংশ - মাও. মোহাম্মদ আবদুর রহীম রহ.)

এই দুই বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দুটো তথ্য বেরিয়েছে। মানুষ আসলে বানরের বংশধর, নাকি মাটি থেকে সৃষ্টি? বানর ও মাটি কে বানিয়েছেন? সবাই বলবেন 'আল্লাহ' বানিয়েছেন। মানুষের সৃষ্টি কিভাবে গঠিত হয়েছে তা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থে আল্লাহ উল্লেখ করে বলেছেন :

اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا. (فاطر : ١١)

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের কে মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের যুগল (স্বামী ও স্ত্রী) বানিয়েছেন। (সূরা আল-ফাতির : ১১ নং আয়াত)

অর্থাৎ : মাটি থেকে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য দ্রব্য মানুষে খাওয়ার পর শুক্র সৃষ্টি হয়েছে। তারপর স্বামী ও স্ত্রীর যৌন মিলনের ফলে শুক্র ও ডিম্বাণু নারীর গর্ভে সুরক্ষিত স্থানে আল্লাহ রেখেছেন। তারপর রক্ত, মাংসপিণ্ড, অস্থি-পিঞ্জর এবং অস্থির উপরে মাংস দ্বারা আবৃত করেছেন। (সূরা আল-মুমিনূনের : ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা– তাফসীরে মারেফুল কোরআন)

www.pathagar.com

মায়ের পেটের ভেতরে তিনটি অন্ধকারের মধ্যে আল্লাহ মানুষকে সর্বাধিক সুন্দর আকৃতি দিয়ে বানিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ـ

(الزمر : ٦)

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মায়ের পেটে পর্যায়ক্রমে তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আয-যুমার : ৬ নং আয়াত)

এই আয়াত থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি জানা যায় তা হচ্ছে : বৈজ্ঞানিকগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বানাতে আলোর সাহায্য নেন অথচ আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি তিনটি অন্ধকারের ভেতরে সূচনা করেছেন। এতে তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততা কত যে গভীর তা অনুমান করে শেষ করা যাবে না। মায়ের পেটের অন্ধকার, জরায়ুর অন্ধকার এবং জরায়ুর গর্ভাধার বা ফুলের অন্ধকার থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে প্রবেশ করে কোন বিজ্ঞানীর একটি সূক্ষ্ম বস্তু বানাবার শক্তি নেই। সেখানে আমাদেরকে আল্লাহ বড় করেছেন। খাদ্যের ব্যবস্থা তিনি (আল্লাহ) করেছেন। তারপর আমাদেরকে মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে তিনিই বের করে এনেছেন। মানুষের মধ্যে কারো শরীর সাদা, কারো শরীর কালো, শ্যামলা, কারো চুল কোঁকড়া, কারো চুল লালচে, কারো নাক মোটা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে আরো বলেন :

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ (النحل : ٧٨)

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে এমন অবস্থায় বের করে এনেছেন, তখন তোমরা কোন কিছু জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারো। (সূরা আন-নাহল : ৭৮ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ـ (غافر : ٦٧)

www.pathagar.com

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু, তারপর ঝুলন্ত জমাট বাঁধা রক্ত দ্বারা, এরপর তোমাদেরকে শিশুরূপে (মায়ের পেট থেকে) বের করেছেন। তারপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো এরপর তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। (সূরা আল-গাফির : ৬৭ নং আয়াত)

এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। তাই আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

وَفِىْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ ـ (الذاريات : ٢١)

অর্থ : তোমাদের সৃষ্টির অস্তিত্বেও আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে, তোমরা কি তা দেখতে পাও না? (সূরা আয-যারিয়াত : ২১ নং আয়াত)

অর্থাৎ : মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পর্যালোচনা করে আল্লাহ তা'য়ালাকে সে যেন দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। পৃথিবীর কোন জিন ও মানুষের পক্ষে এই কাজগুলো করার ক্ষমতা নেই। তাই যারা ভগবান, ঈশ্বর, দেবতা দাবি করেন, তাদের এ সমস্ত কাজ করা দুষ্কর। আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآءِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ (صفت : ١٢٦)

আল্লাহ হচ্ছেন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পালনকর্তা। (সূরা আস-সাফফাত : ১২৬ নং আয়াত) সুতরাং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো।

পাক ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঐ ধারণাগুলো পরিশুদ্ধ না করলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ মুসলিম আকিদা বা বিশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি দেখা দিলে সে মুসলিম থাকতে পারে না বরং সে পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যদিও সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। পরকালে ঐ সমস্ত লোকের আবাসস্থল হবে "জাহান্নাম"। তাই ঐ সমস্ত লোকদের আকিদা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত" গঠন করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ভুল মতাদর্শ পরিহার করে বিশুদ্ধ বা খাঁটি তথ্য তুলে ধরা, যার উপর মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাহাবাগণ ঈমান ও আমলের দ্বারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। (শরহে আত-তাহাবী : পৃ. নং ৪৩০)

www.pathagar.com

যেমন মোতাযিলা দলের আকিদা হচ্ছে "আল্লাহ" নিরাকার, কোরআন শরীফ চিরন্তন নয় বরং এটি সৃষ্টি, আল্লাহর জাত থেকে কোন সিফাত নেই। শিয়া দলের লোকেরা অবতারবাদে বিশ্বাসী এবং কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি। জাবরিয়া দলের আকিদা হচ্ছে: মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা নেই, আল্লাহ স্বেচ্ছাচারী শাসক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : পৃ. নং ৩৩৮, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৬৩, সাকসেস প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০)

অপর দিকে কাদিয়ানী আকিদা হচ্ছে : আল্লাহ রোযা রাখেন, নামায পড়েন, ঘুমান ও জাগ্রত থাকেন, তিনি লিখেন ও সাক্ষ্য দেন। তিনি ভুল ও সহবাস করেন, আল্লাহ ইংরেজী ভাষী (আদ-দাওরাতুল আলমিয়া আশ-শরিয়াহ : ৪র্থ লেবেল, পৃ. নং-২৫, ইসলামী দাওয়া সেন্টার-রাবওয়া, রিয়াদ সৌদী আরব)

অন্যদিকে সুফী ও পীরদের আকিদা হচ্ছে : মোমিনের কলবই হচ্ছে আল্লাহর আরশ। আসমান ও জমিনে আল্লাহর জায়গা হয় না, মুমিনের কলবেই তার জায়গা হয়। মনসুর হাল্লাজের আকিদা হচ্ছে : আল্লাহ ও মনসুরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইরানী কবি জালাল উদ্দিন রুমীর রচিত "মসনবী" কে পারস্য ভাষার কোরআন মনে করা হয় (পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম : পৃ. নং ৪৯, ৮১ অধ্যাপক এ, এফ, ছাদুল হক ফারুক)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে শেখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উছাইমিন (রহ:) একটি বই লিখেছেন, ঐ বইয়ের কথাগুলো নিম্নে তুলে ধরছি।

আল্লাহ তায়ালা "আরশের" উপরেই অবস্থান করছেন। আল্লাহ নিজেই আল-কোরআনে বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى. (طه : ٥)

অর্থ : দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপরে সমুন্নত রয়েছেন। (সূরা ত্বাহা : ৫ নং আয়াত)

আল্লাহর আরশ কোথায়? এ সম্পর্কে মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ عَرْشِهٖ وَعَرْشُهٗ فَوْقَ سَمٰوَاتِهٖ.

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নিজ আরশের উপরেই রয়েছেন, তার আরশটি সকল আসমানের উপরে রয়েছে। (আবু দাউদ, শরহে আকিদা আত-তাহাবী : পৃ. নং ২৯৪)

যারা বলেন আল্লাহ মুমিনের "কলবে" অবস্থান করেন, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

সুফী, পীরেরা আরো বলে "তোমরা যেখানে আল্লাহ সেখানে" (সূরা আল হাদীদ : ৪) এই আয়াতে "আল্লাহর জ্ঞানের" কথা বুঝাতে তা আল্লাহ তুলে ধরেছেন। আল্লাহ জ্ঞানের গভীরতার মাধ্যমে জানেন, কে কোথায় কি করছে। তাই আল্লাহ সব স্থানে নেই, তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে অবস্থান করছেন। (তাফসীরে আত-তাবারী : পৃ. ১/৬৭০, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর : পৃ. ৫/২৩৫)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেই তার হাত, পা, চোখ, চেহারা, শুনেন, দেখেন, কথা বলেন বলে তুলে ধরেছেন। এই কথাগুলো আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এগুলো কোন সৃষ্টির মতো নয়, তা কেমন আমরা জানি না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. (الشورى : ١١)

অর্থ : কোন কিছুই তার (আল্লাহর) অনুরূপ নেই, তিনি শুনেন, দেখেন (সূরা আশ-শূরা : ১১)

যেমন হাত সম্পর্কে আল্লাহ সূরা আল-মায়েদার : ৬৪ নং আয়াতে, পা সম্পর্কে সূরা আল-কলমের : ৪২ নং আয়াতে, চেহারা সম্পর্কে সূরা আর-রাহমানের : ২৭ নং আয়াতে, চোখ সম্পর্কে সূরা হুদের : ৩৭ নং আয়াতে, কথা বলা সম্পর্কে সূরা আন-নিসার : ১৬৪ নং আয়াতে এবং আল্লাহ ঘুম, নিদ্রা করেন না বলে সূরা আল-বাকারার : ২৫৫ আয়াতে তুলে ধরেছেন। সুতরাং আল্লাহর "কুদরতী" হাত, পা, আছে এই কথা না বলে বরং আল্লাহর বাস্তব হাত, পা, চোখ রয়েছে এটি বলা উচিত। তিনি অন্ধ নন, তিনি শুনেন ও দেখেন।

আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ

আমাদের সকলের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো অসংখ্য জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন, এর সমাপ্তি কখন শেষ হবে তা

www.pathagar.com

বলা যায় না। আকাশ ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো, আল্লাহ বলেন :

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ـ (غافر : ٥٧)

অর্থ : মানুষ সৃষ্টির চেয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি হচ্ছে আরো অধিক বড় সৃষ্টি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা গাফির : ৫৭ নং আয়াত)

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ـ (النازعات : ٢٧)

অর্থ : তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আকাশ? যা তিনি নির্মাণ করেছেন। (সূরা আন-নাযিয়াত)

অর্থাৎ : আকাশ সৃষ্টি করা কঠিন তা বুঝাচ্ছেন।

প্রথমে আমরা পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তুলে ধরছি। পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা ভূমণ্ডল বানাতে দুই দিন এবং এর অভ্যন্তরের বস্তুগুলো বানাতে আরো দুই দিন মিলিয়ে তা চার দিনে সমাপ্ত করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ ـ (فصلت : ٩)

অর্থ : (হে নবী) বলুন, তোমরা কি সেই সত্তাকে অস্বীকার করো, যিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে। পরের আয়াতে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো : তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত করেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য। (সূরা ফুসসিলাত : ৯ ও ১০ নং আয়াত)

সৌরজগতের এগারটি গ্রহের একটি হচ্ছে পৃথিবী। সূর্য ও তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহের সমষ্টিকে একত্রে সৌরজগৎ বলে। আমাদের পৃথিবীসহ এগারটি গ্রহ, চুয়াল্লিশটি উপগ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ, লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু এবং অসংখ্য উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। (মাধ্যমিক ভূগোল গাইড, পৃ. ৩, মেসার্স আমিন বুক হাউস, ঢাকা)

www.pathagar.com

পৃথিবী গ্রহটি একটি গোলরূপে মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তা স্বীয় মেরু কিলকের উপর এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হচ্ছে যে, তার ফলে দিনের পরে রাত এবং রাতের পর দিনের আগমন নির্গমন অব্যাহত ধারায় সংঘটিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তা সূর্যকে কেন্দ্র করেও প্রদক্ষিণ করছে। এই গতিময়তা পৃথিবীকে মহাশূন্যে সঠিক দিকে স্থিত করে রাখে। মেরুরেখার উপর নিজ অক্ষের দিকে পৃথিবীর ২৩ ডিগ্রি পরিমাণ ঝুঁকে থাকার দরুন মৌসুমের পরিবর্তন নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর অধিক এলাকা আবাদ যোগ্য হয়ে যাচ্ছে এবং নানা প্রকারের ও রঙ-বেরঙের শ্যামলতা উর্বরতা জমিনের চাকচিক্য ও কল্যাণ কয়েক গুন বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া জীবন রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য গ্যাসসমূহ পৃথিবীর উপরিভাগে মহাশূন্যে প্রায় পাঁচশত মাইল উচ্চতা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার একটি পুরুস্তর ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করে রয়েছে। ফলে মহাশূন্য থেকে দুই কোটি সংখ্যায় প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল বেগে দৈনন্দিন ভূ-মণ্ডলের শূন্য লোকে প্রবেশকারী উল্কাসমূহের ধ্বংসকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকা পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর বর্তমান দূরত্ব সামান্যতম বৃদ্ধি করা হলে জীবন বরফের মতো জমাটবদ্ধ হয়ে যেত। আর দূরত্ব হ্রাস করা হলে, সব কিছু জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। কে এ ব্যবস্থা করেছেন? তিনি হচ্ছেন 'আল্লাহ'। (স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব : পৃ. ১২, ১৩ -মাও. মোহাম্মদ আবদুর রহীম)

পৃথিবীকে স্থিতিশীল একমাত্র আল্লাহই করেছেন, আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا ـ (غافر : ٦٤)

অর্থ : আল্লাহ তো তিনিই যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থিতিশীল করেছেন। (সূরা গাফির : ৬৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ : পৃথিবীকে স্থিতিশীলের উপযোগীর জন্য তিনি জমিনের মধ্যে পাহাড়, পর্বতের ব্যবস্থা করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلاً. (النحل : ١٥)

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীতে ভারী পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে নাড়াচাড়া না করে এবং নদী ও (গিরি) পথ তৈরী করেছেন। (সূরা আন-নাহল : ১৫ নং আয়াত)

www.pathagar.com

পাহাড়ের মধ্যে লাল, সাদা কালো গিরিপথের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। (সূরা আল-ফাতির : ২৭ নং আয়াত)

পাহাড় থেকে নদী-নালার ঝর্ণা ধারা তিনি (আল্লাহ) করে পৃথিবীকে আকর্ষণীয় করেছেন। নদীর পানি দিয়ে জমিনে বিভিন্ন রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। নদী-নালা থেকে তাজা মাছ ও মণি মুক্তার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ ـ (النحل : ١٤)

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাজা মাংস (মাছ) খেতে পারো এবং পরিধেয় অলংকার বের করো। আর জল যানসমূহকে তুমি দেখবে পানি চিরে চলতে। (সূরা আন-নাহল : ১৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ : মানুষ ও চতুষ্পদ জীবের যা কিছু প্রয়োজন, সকল কিছুর ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

আমাদের এ মহাবিশ্বটি সৃষ্টির পর থেকে মহাসম্প্রসারণের কারণে কল্পনাতীতভাবে চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ২০ হাজার বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে। বিশাল এ মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সি গুচ্ছ-ই হচ্ছে বৃহত্তম সংগঠন। এরপর তৃতীয় বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে এক একটি গ্যালাক্সি। একটি গ্যালাক্সির ব্যাস হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার কোটি গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি গ্যালাক্সি হতে আরেকটি গ্যালাক্সির গড় দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আবার অবস্থান করছে গড়ে প্রায় ৪০ কোটি নক্ষত্র। এদের অধিকাংশ নক্ষত্রেরই আছে সৌর পরিবার। সৌর জগতের তুলনায় আমাদের পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র মহাজাগতিক বস্তু। সমস্ত মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী বিন্দুর সমতুল্য। সে হিসেবে ব্যক্তি মানুষ মহাবিশ্বের তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য। অথচ সেই মানুষকেই আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন। (কুরআন মহাবিশ্ব মহাধ্বংস-৪র্থ সিরিজের সূচনা-মুহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন)

মহাশূন্যের গ্রহ-নক্ষত্র একটি আরেকটি থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। এদের এই দূরত্ব ও বিরাটত্বই এদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে রেখেছে। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

মহাশূন্যে যে সব বস্তু যত নিকটে– তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ তত শক্তিশালী। চাঁদের বেলায় একথা সত্য বলে প্রমাণিত। তাই মহাশূন্যের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একটি নিয়মের মধ্যে বিরাজমান। ফলে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটবার কোন অবকাশ নেই। (আল-কোরআন থেকে আধুনিক বিজ্ঞান পৃ. ১৮১, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ঢাকা-১১০০)

আকাশ সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আল-কোরআনে বলেন :

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ (نوح : ١٦-١٥)

অর্থ : তোমরা কি ভেবে দেখছো? আল্লাহ কিভাবে স্তর বিন্যাস করে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্রকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন। (সূরা নূহ : ১৫, ১৬ নং আয়াত)

অর্থাৎ : আকাশকে সাতটি স্তরে আল্লাহ বানিয়েছেন। আকাশ সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন :

ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ـ (فصلت : ١١)

অর্থ : তারপর আল্লাহ আকাশ (সৃষ্টি) বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন, তখন (আকাশ) তা ছিল ঘনীভূত ধোঁয়া বা বাষ্প। (সূরা ফুসসিলাত : ১১ নং আয়াত)

ধোঁয়া বা বাষ্প থেকে সাতটি আসমান আল্লাহ দুই দিনে বানিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ ـ (فصلت : ١٢)

অর্থ : তারপর সাত আকাশকে দুই দিনে সমাপ্ত করেছেন। (সূরা ফুসসিলাত : ১২ নং আয়াত)

তারপর দেখা যাচ্ছে আকাশে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ـ (البروج : ١)

অর্থ : শপথ গ্রহ-নক্ষত্র সুশোভিত আকাশের। (সূরা আল-বুরূজ : ১ নং আয়াত)

বিজ্ঞানিরা বুরূজ মানে 'গ্যালাক্সি' হিসেবে ধরে নিয়েছেন। এটি হচ্ছে নক্ষত্রের

www.pathagar.com

শহর। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা একশত কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছে। (কোরআন, মহাবিশ্ব, মূলতত্ত্ব- ৩য় খণ্ডের সূচনা ও পৃ. ৪৪৮ -মুহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিশ্বের মধ্যে ব্লাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর বানিয়ে নক্ষত্র পতনের ব্যবস্থা করেছেন, মহাশূন্যে ব্লাক হোলকে মৃত্যু কূপ বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ -

(الواقعة)

অর্থ : না, আমি নক্ষত্র রাজির শপথ করছি, অবশ্যই এটি মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৭৬ নং আয়াত)

মহাবিশ্বের এতো বিরাট সৃষ্টি কে বানিয়েছেন? কে এগুলো যথাস্থানে রাখার ব্যবস্থা করেছেন? আপনারা সকলে বলবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ - (فاطر : ٤١)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনকে স্থির (সংরক্ষণ) করে রেখেছেন, যাতে এগুলো নিজ-স্থান থেকে স্থানচ্যুত না হয়। (সূরা আল-ফাতির : ৪১ নং আয়াত)

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি এগুলোর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। কারণ তিনি ছাড়া এ বস্তুগুলো অন্য কেউ বানাতে সম্ভব নয়। আল্লাহ শব্দটি সকল ভাষায় 'আল্লাহ' বলে বলা উচিৎ। কারণ আল্লাহ শব্দটি, ইংরেজীতে GOD বলা হয়, এর বহুবচন করা যায়।

আবার GOD এর শেষে DESS যোগ করলে স্ত্রী বাচক স্রষ্টা বুঝা যায়। GOD শব্দটি উল্টো করলে DOG বা কুকুর হবে। আল্লাহ শব্দটির কোন বহুবচন, স্ত্রী লিংগ কিছুই নেই। এমনকি 'اَللّٰه' শব্দটি উল্টো করলে, তখন তা হবে– "هَلَّلَا" এর অর্থ হচ্ছে تَهْلِيْلٌ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর অর্থ : আল্লাহর প্রশংসা বা মহিমা প্রকাশ করা। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান পৃ. ৯১৬, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

www.pathagar.com

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে বলেছেন :

تَفَكَّرُوْا فِىْ آلاَءِ اللّٰـــهِ وَلاَتَفَكَّرُوْا فِى اللّٰـــهِ عَـــزَّ وَجَلَّ ـ

(طبرانى/سلسلة أحاديث الصحيحة : ١٧٨٨)

অর্থ : তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু নিয়ে চিন্তা করো এবং আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করো না। (তাবারানী-সিল সিলাতু আহাদিসুস সহীহাহ : ১৭৮৮ নং হাদীস)

আল্লাহর প্রেরিত মহামানব নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর সাথে অহীর মাধ্যমে কথা বলেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহকে চোখে দেখতে পাননি। মূসা (আ.) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ উত্তরে বলেছেন : لَنْ تَرَانِىْ ـ

অর্থ : কখনো আমাকে দেখা সম্ভব নয়। (সূরা আল-আরাফ : ১৪৩ নং আয়াত)

কিন্তু পরকালে যারা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আল্লাহকে দেখতে পাবেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ (القيامة : ٢٣-٢٢)

অর্থ : সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা আল-কিয়ামাহ : ২২, ২৩ নং আয়াত)

তাই, আল্লাহকে চোখে দেখার চাইতে তার সৃষ্টি জগৎ গভীরভাবে অবলোকন করুন। তখন তাঁকে চেনা যাবে। যেমন দেখে প্রমাণ করতে পারেন যে, এই ঘড়ি যিনি তৈরী করেছেন, ঘড়ি নির্মাণের উপযোগী কর্মক্ষমতা ও গুণাবলীর অধিকারী এক ব্যক্তি। এ প্রমাণ পেশ করার জন্য ঘড়ি নির্মাতার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ ও তার কার্যাবলী চাক্ষুষ পরিদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। ঘড়ির অস্তিত্ব তার গঠন প্রকৃতি এবং নির্ভুল সময় দেখার ক্ষমতাই, যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে এ বিশ্বাস জন্মাবার জন্যই যথেষ্ট যে, কোন শক্তি অথবা নিমিত্ত (CAUSE) তাকে তৈরী করেনি বরং এক ব্যক্তি অথবা একটি পরিকল্পনা অনুসারে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় একে তৈরী করেছেন এবং এ ধরনের জিনিস প্রস্তুতকারী ব্যক্তির মধ্যে অবশ্য এক নির্দিষ্ট গুণাবলী রয়েছে। ('চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব' বইটির ভূমিকা– জন ক্লোভার মোনজমা)

তাই, আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন :

www.pathagar.com

لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

(انعام : ١٠٣)

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তার দৃষ্টি সকলকে দেখতে পায়। তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (সূরা আল-আনয়াম : ১০৩ নং আয়াত)

আল্লাহ অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ঐ সৃষ্টিগুলোর নৈপুণ্যতার দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, এগুলো মানুষের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। বরং যিনি এগুলো এতো সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের সৃষ্টা মহান আল্লাহ (اَللّٰهُ) রাব্বুল আলামীন। তিনি বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ـ (لقمان : ١١)

অর্থ : এই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ ছাড়া অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও? (সূরা লোকমান : ১১ নং আয়াত)

সকল কিছু আল্লাহর সৃষ্টি। তাই আল্লাহর ওপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ـ (التغابن : ٨)

অর্থ : অতঃপর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ) এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত নূর (কোরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন করো। (সূরা আত-তাগাবুন : ৮ নং আয়াত)

যারা আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا ـ

(الفتح : ١٣)

অর্থ : যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস স্থাপন করে না, ঐসব অস্বীকারকারীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (সূরা আল-ফাতাহ : ১৩ নং আয়াত)

তাই, আসুন, আল্লাহ তা'য়ালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁর প্রেরিত নবীর পথে জীবন গঠন করতে চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

নবী ও রাসূলদের পরিচিতি

নবী ও রাসূলদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছিলো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাই প্রথমে নবী ও রাসূলদের পরিচয় জেনে রাখা উচিত।

নবী ও রাসূলগণ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত শ্রেষ্ঠ মহামানব। মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা। মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল চিত্র তুলে ধরা এবং কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহর দাসত্ব পালন করবে তারা তা তুলে ধরেছেন। আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান (ইসলাম)-কে সকল ধর্মের উপরে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ যাকে নবী ও রাসূল মনোনীত করেছেন, তারা জন্মের পর থেকে উন্নত চরিত্রবান ও সুমিষ্টভাষী এবং প্রজ্ঞাবান করে বড় করেছেন– যার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে পারেন। আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে এসেছেন, তাদেরকে আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন। সেই রাসূলগণের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী পৌঁছানোর জন্য জিব্রাইল ফেরেশতাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ـ (الحج : ٧٥)

অর্থ : আল্লাহ তা'য়ালা (নিজেই) ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে থেকে রাসূল বা বাণীবাহক মনোনীত করেন। (সূরা আল-হজ্জ : ৭৫ নং আয়াত)

যিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী, তাকে রাসূল বলে। আর যার প্রতি কোন শরীয়ত প্রচারক বা রাসূলের প্রতিনিধি তাকে নবী বলা হয়। (ইসলামী মূল আকিদাহর বিশ্লেষণ : পৃ. ৪৮, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমিন রহ.)

পূর্বের জাতিগুলো আসমানী কিতাবের অনুসরণ না করা এবং নবীদের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করায়, কেউ পথভ্রষ্ট আবার কেউ গযবপ্রাপ্ত হয়েছে। মুসলিমদেরকে তাদের মতো না হয়ে, আল্লাহর প্রেরিত মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। (সূরা আল-হাশর : ৭ নং আয়াত)

নবী বা রাসূল চেনার উপায় কি? এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ (الحديد : ٢٥)

অর্থ : আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি। যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (সূরা আল-হাদীদ : ২৫ নং আয়াত)

এই আয়াতে রাসূল চেনার উপায় সম্পর্কে তিনটি নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত হচ্ছে "বাইয়েনাত" এর অর্থ হচ্ছে মোজেযা। দ্বিতীয়তটি হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ। তৃতীয়ত হচ্ছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। এই তিনটি গুণ রাসূলদের মধ্যে অবশ্যই ছিলো। এর মাধ্যমে তারা সকল যুগের মানুষের মাঝে আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। যখনই নবী রাসূলগণ তাঁদের জাতিকে আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই যে যুগের লোকেরা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মিথ্যাবাদী, পাগল এবং তাদের মৃত্যু কামনা করেছে। আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ (الزخرف : ٧)

অর্থ : তাদের কাছে যখন কোন নবী আগমন করল, তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। (সূরা আয-যুখরুফ : ৭ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ (يس : ٣٠)

অর্থ : বান্দাদের জন্য আপসোস যে, যতো রাসূল তাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন : ৩০ নং আয়াত)

অপরদিকে কেউ কেউ নবীদেরকে, জাদুকর, মিথ্যাবাদী বলেছে, যেমন, শোয়াইব (আ.) এর জাতি 'আইকা' তাঁকে বলেছে :

اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ وَمَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ ـ (الشعراء : ١٨٦-١٨٥)

www.pathagar.com

অর্থ : (হে শোয়াইব) তুমি জাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি তো আমাদের মতো মানুষ। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী। (সূরা আশ-শুআরা : ১৮৫, ১৮৬ নং আয়াত)

আবার কেউ রাসূল ও নবীর মৃত্যু কামনা করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ ـ

(الانبياء : ٣٤)

অর্থ : ইতোপূর্বে কোন মানুষ (দুনিয়াতে) চিরস্থায়ী ছিল না। আপনি যদি মৃত্যু বরণ করেন, তারা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? (সূরা আল-আম্বিয়া : ৩৪ নং আয়াত)

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে মানুষের হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। অনেকের কথা আল্লাহ প্রকাশ করেছেন আবার বহু রাসূলের কথা প্রকাশ করেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ـ (غافر : ٧٨)

অর্থ : নিশ্চয় আপনার পূর্বে আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কারো ঘটনা আপনার কাছে তুলে ধরেছি এবং কারো ঘটনা বর্ণনা করিনি। (সূরা গাফির : ৭৮ নং আয়াত)

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ "আল-কোরআন" অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে পঁচিশ জন নবী ও রাসূলের কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে "উলুল আযমে মিনার রুসূল" দৃঢ় প্রত্যয়ী রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। তারা বিপদের সময় অধিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ـ

(الاحقاف : ٣٥)

অর্থ : (হে রাসূল) আপনি ধৈর্যধারণ করেন, যেমন দৃঢ় প্রত্যয়ী– রাসূলগণ সবর করেছিলেন এবং তাদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। (সূরা আল-আহকাফ : ৩৫ নং আয়াত)

www.pathagar.com

দৃঢ় প্রত্যয়ী পাঁচ রাসূলের পরিচিতি সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ (الشورى : ١٣)

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে, যা আমি অহী নাযিল করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মূসা, ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা আশ-শূরা : ১৩ নং আয়াত)

যারা নবী ও রাসূলগণকে অস্বীকার করবে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি প্রদান করেছেন। দুনিয়ার শাস্তির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন :

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَبِيْلًا ـ (المزمل : ١٥)

অর্থ : ফেরাউন সেই রাসূল (মূসা)কে অমান্য করেছে, ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে ধরেছি। (সূরা আল-মুযযামমিল : ১৫ নং আয়াত)

রাসূলগণকে যারা অস্বীকার করেছে, পরকালে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে জড়ো করা হবে। বলা হবে তোমাদের কাছে কোন রাসূল আগমন করেনি? তখন তারা সত্যতা স্বীকার করবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে :

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ (الزمر : ٧٢)

অর্থ : তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। সেখানে চিরকাল অবস্থান করো। অহংকারীদের জন্য এটি কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আয-যুমার : ৭২ নং আয়াত)

এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বিশ্বাস করলাম, কিন্তু তাদের প্রতি যে আসমানী গ্রন্থগুলো নাযিল করা হয়েছিলো, ঐ গ্রন্থগুলো বর্তমানে রয়েছে। ঐ গ্রন্থগুলো বর্তমানে আমল বা অনুসরণ করা যাবে কি? এর উত্তর হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি উম্মতের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে সেই যুগে কিতাব ও শরীয়ত প্রবর্তন করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ـ (المائدة : ٤٨)

অর্থাৎ : আমি তোমাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য শরীয়ত ও জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি। (সূরা আল-মায়েদা : ৪৮ নং আয়াত)

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল-কোরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্বের সকল আসমানী কিতাবের উপর আমল রহিত করা হয়েছে।

বর্তমানে তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং যাবুরের উপর আমল করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে বলেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ (المائدة : ٤٨)

অর্থ : আমি আপনার প্রতি সত্য গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী বা কর্তৃত্বকারী। (সূরা আল-মায়েদা : ৪৮ নং আয়াত)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা "আল-কোরআন"কে প্রভাব বিস্তারকারী বা কর্তৃত্বকারী গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অন্য কোন গ্রন্থের অনুসরণ বা আমল না করে প্রভাব– বিস্তারকারী গ্রন্থ আল-কোরআনের উপর আমল করা ফরয। এ কারণে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন হুকুমের উপর আমল করা বৈধ হবে না। একমাত্র ঐ সব হুকুম ব্যতীত যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কোরআনের দ্বারা তা প্রতিপাদিত ও বলবৎ রাখা হয়েছে। (ইসলামী মূল আকীদাহর বিশ্লেষণ, পৃ. ৪৬- মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উছাইমিন)

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বেশ কিছু দেশের পথভ্রষ্ট সুন্নী মুসলিমরা বলে থাকে "মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন "নূরের" তৈরী, তিনি "হায়াতুন্নবী"। রাসূল (সা.) এর নূর কে আল্লাহ প্রথমে বানিয়েছেন, তিনি গায়েব জানেন। তাই, তিনি মদীনা হতে সব কিছু পারেন দেখিতে। রাসূল কে সৃষ্টি না করলে, আল্লাহ আসমান জমিন কিছুই তৈরী করতেন না। মুহাম্মদ (সা.) এর নামের বদৌলতে আদম (আ.) এর তওবা কবুল হয়েছিলো। ইমাম আবু হানিফা (রহ:) মদীনা যেয়ারতের সময়, রাসূল (সা.) কবর থেকে হাত বের করে তার সাথে মুসাফাহা করেছেন।

www.pathagar.com

এ সমস্ত কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট। এগুলো বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। তারা আল-কোরআনের সূরা আল-মায়েদার : ১৫ নং আয়াত দিয়ে রাসূল কে "নূর" বলেছেন। সে আয়াতটি হচ্ছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও উজ্জ্বল কিতাব এসেছে। এখানে নূর ও কিতাবের মধ্যখানে "ওয়া"টি আতফে তাফসীরি; যা পরের আয়াতের শুরুতে আল্লাহ "يهدى به" বলে প্রমাণ করেছেন। কারণ নূর ও কিতাব যদি দুইটি জিনিস হতো, তাহলে আল্লাহ "بهما" ব্যবহার করতেন। সুতরাং নূর ও কিতাব বলতে "কোরআন" কে বুঝানো হয়েছে। উর্দু তাফসীর : পৃ. ২৯১, সৌদী আরব ও তাফসীরে আল-বায়যাবী : পৃ. ১/৩০৭। আর আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন এটিই বিশুদ্ধ হাদীস। রাসূল (সা.) গায়েব জানেন না, যা আল্লাহ সূরা আল-আরাফের : ১৮৮ নং আয়াতে তুলে ধরেছেন। রাসূল (সা.) বর্তমানে মৃত, কবরে তাকে দাফন করা হয়েছে, যার কারণে আল্লাহ তাকে বলেছেন "إنك ميت", অর্থ : তুমি মৃত্যুবরণ করবে (সূরা যুমার : ৩০) তাই বিস্তারিত আমার রচিত "হারুত ও মারুত" বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। তা পড়ার অনুরোধ করছি।

আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা

আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য জাতির কাছে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিশেষ করে বনি ইসরাঈল বংশে এক হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। (তাফসীরে মারেফুল কোরআন, সূরা আল-মায়েদার : ১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতির কাছে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন ঐ জাতির ভাষাভাষী করে নবী প্রেরণ করেছেন। যাতে জনগণকে আল্লাহর কথাগুলো সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ـ (إبراهيم : ٤)

www.pathagar.com

অর্থ : আমি রাসূলগণকে তাদের জাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তারা আমার (আয়াত) জনগণকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন। (সূরা ইব্রাহিম : ৪ নং আয়াত)

ইতিহাস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে জানা যায় আল্লাহ তা'য়ালা আল-কোরআনে যে পঁচিশ জন নবী ও রাসূলের কথা তুলে ধরেছেন, তন্মধ্যে আরব উপদ্বীপে ছয় জন প্রেরণ করেছেন। তারা হলেন : আদম, হুদ, ছালেহ, ইসমাইল, শোয়াইব এবং মুহাম্মদ (সা.)। বর্তমান ইরাক ভূখণ্ডে চারজন নবী এসেছেন, তারা হলেন : ইদ্রিস, নূহ, ইব্রাহিম এবং ইউনুছ (আ.)। বর্তমান মিসরে এসেছিলেন তিন জন। তারা হলেন : ইউসুফ, মূসা এবং হারুন (আ.)। ফিলিস্তিন ও শাম অঞ্চলে এসেছিলেন বার জন নবী ও রাসূল। তারা হলেন : লূত, ইসহাক, ইয়াকুব, আইয়ুব, যুল-ফিকল, দাউদ, সোলাইমান, ইলিয়াছ, আল-ইয়াসায়া, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)। (أطلس والعالم الاسلامى)

তাই দেখা যাচ্ছে : বনি ইসরাঈল বংশে অধিকাংশ নবী ও রাসূল আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তাই তাদের পরিচিতি ও তাদের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণাগুলো এখন আমরা তুলে ধরছি।

প্রথমে আমরা বনি ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরছি। আরবী শব্দ أَبْنٌ এর বহুবচন হচ্ছে أَبْنَاءَ অথবা بَنُوْنَ আর بَنُوْنَ থেকেই بَنِىْ শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সন্তান বা বংশধরগণ। ইসরাঈল বলতে আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। তার অপর নাম হচ্ছে ইসরাঈল। আর বনি ইসরাঈল বলতে ইয়াকুব (আ.) এর বংশধরকে বুঝানো হয়েছে। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. নং ২৩, ৭৮, ১৮৯, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

হযরত ইয়াকুব (আ.) এর ডাক নাম বা উপাধি ছিলো ইসরাঈল। বনি ইসরাঈল বলতে ইয়াকুব আ. এর বংশধর ইয়াহুদী জাতিকে বুঝায়। ইয়াকুব (আ.) এর বার জন সন্তান ছিলেন। এই বার পুত্র থেকে ইয়াহুদী জাতির বারটি গোত্র গঠিত হয়েছে। (উর্দু তাফসীর পৃ. ২০, সূরা আল-বাকারার : ৪০ নং আয়াত ব্যাখ্যা)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম (আ.) থেকে মানব জাতির বংশধারা চালু করেছেন। এই জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কখনো হে বনি আদম বা হে আদম সন্তান বলে আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন :

www.pathagar.com

اَلَمْ اَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ (يس : ٦٠)

অর্থ : হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না। কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াসিন : ৬০ নং আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেন :

يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ـ (الاعراف : ٢٧)

অর্থ : হে আদম সন্তানগণ, শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলতে না পারে, যেরূপ তোমাদের পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) কে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিলো। (সূরা আল-আরাফ : ২৭ নং আয়াত)

এই দু'টো আয়াতে আল্লাহ আদম সন্তানকে শয়তানের ইবাদত না করতে এবং শয়তানের ফেৎনায় পা না দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। শয়তানের কথা বিশ্বাস করায় আদম ও হাওয়ার কি সমস্যা জান্নাতে হয়েছিলো, তা তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ কে লক্ষ্য করে আরো একটি শব্দ সম্বোধন করেছেন, তা হচ্ছে- يَا أَيُّهَا النَّاسُ অর্থ হে মানব সমাজ। পবিত্র কোরআনে প্রায় বিশ জায়গায় এই বাক্যটি আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (البقرة : ٢١)

অর্থ : হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হতে পার। (সূরা আল-বাকারা : ২১ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ـ (النساء : ١٧٠)

অর্থ : হে লোক সকল। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল এসেছে, সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমাদের কল্যাণ হবে। (সূরা আন-নিসা : ১৭০ নং আয়াত)

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর ইবাদত পালন এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করণে কল্যাণ লাভের কথা বলা হয়েছে। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনি ইসরাঈল বা ইসরাঈলের সন্তানগণকে উদ্দেশ্য করে আল-কোরআনের অসংখ্য স্থানে আহ্বান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ (البقرة : ٤٧)

অর্থ : হে বনি ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছি তা স্মরণ করো এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর উপর (ঐ সময়) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা আল-বাকারা : ৪৭ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাঈলের পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلاً ـ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ـ (المائدة : ٧٠)

অর্থ : আমি বনি ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল কোন বিধান নিয়ে আগমন করলে, তাদের মনঃপুত হতো না। কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে এবং কতিপয়কে হত্যা করেছে। (সূরা আল-মায়েদা : ৭০ নং আয়াত)

অপর দিকে, ফেরাউনের অত্যাচার থেকে বনি ইসরাঈলকে উদ্ধার করে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

يَا بَنِيٓ إِسْرَآئِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ (طه : ٨٠).

অর্থ : হে বনি ইসরাঈল। আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে উদ্ধার করেছি। আর তূর পাহাড়ের ডান পার্শ্বে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া (আসমান থেকে) নাযিল করেছিলাম। (সূরা ত্বোহা : ৮০ নং আয়াত)

যে সমস্ত বিষয়ে মতানৈক্য বা মতভেদ করছে, ঐ সমস্ত বিষয় সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কোরআনে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيٓ اِسْرَآئِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ (النمل : ٧٦)

অর্থ : বনি ইসরাঈলগণ যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (সূরা আন-নমল : ৭৬ নং আয়াত)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল-কোরআনে 'আহলে কিতাব' নামে আরো একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে আসমানী কিতাবধারী, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান জাতিকে আহলে কিতাব বলা হয়। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. নং ১৫৩, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

ইব্রাহিম (আ.) এর নাতি ইয়াকুব (আ.) কে "ইসরাঈল" বলা হতো। সেই ইয়াকুব (আ.) এর মৃত্যুর সন্নিকটে তিনি তাঁর সকল পুত্রদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তখন পুত্রগণ বলেছিলো :

قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ (البقرة : ١٣٣)

অর্থ : তারা বললো, আমরা আপনার ও আপনার পূর্ব পুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবুদের ইবাদত করবো। তিনি হচ্ছেন একক মাবুদ। আমরা তাঁরই আত্মসমর্পণকারী বান্দা (মুসলিম)। (সূরা আল-বাকারা : ১৩৩ নং আয়াত)

www.pathagar.com

অপরদিকে, তাদের পূর্ব-পুরুষ ইব্রাহিম (আ.) তাঁর পুত্র ও নাতি ইয়াকুব (আ.) কে অসিয়ত করে বলেছেন :

يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰـهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. (البقرة : ١٣٢)

অর্থ : হে আমার সন্তানেরা "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য এই দ্বীন (ইসলাম) মনোনীত করেছেন। কিন্তু তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। (সূরা আল-বাকারা : ১৩২ নং আয়াত)

মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.) এর নাতির বংশধর "বনি ইসরাঈলগণ" তাদের পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কেউ নাম রেখেছে ইয়াহুদী আবার কেউ রাখে খ্রীষ্টান। মুসলমান রাখতে তারা অপছন্দ মনে করেছে।

এখন আমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন অপপ্রচার ও ভ্রান্ত ধারণাগুলো তুলে ধরেছি।

১. তাদের পূর্ব পুরুষরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ছিলো :

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ـ (البقرة : ١٤٠)

অর্থ : নিশ্চয় ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানরা ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিলো। (সূরা আল-বাকারা : ১৪০ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন :

قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ـ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ. (البقرة : ١٤٠)

অর্থ : হে নবী বলুন, তোমরা কি আল্লাহর চাইতে বেশী জানো? তার চেয়ে অধিক যালেম কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সাক্ষ্যকে গোপন করে। (সূরা আল-বাকারা : ১৪০ নং আয়াত)

www.pathagar.com

২. ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসরণেই হেদায়েত পাপ্ত হবে :

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ـ (البقرة : ١٣٥)

"তারা বলল, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী হয়ে যাও, তবেই তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। (সূরা আল-বাকারা : ১৩৫ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ (ال عمران : ٨٥)

অর্থ : যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন (ধর্ম) জীবন বিধান অনুসন্ধান করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আল-ইমরান : ৮৫ নং আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ (ال عمران : ١٩)

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে একমাত্র (ধর্ম) জীবন বিধানের নাম হচ্ছে ইসলাম। (সূরা আল-ইমরান : ১৯ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুন্দরভাবে বলেন :

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ (المائدة : ٣)

অর্থ : আর ইসলামকে আমি তোমাদের (ধর্ম) জীবন বিধান হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা আল-মায়েদা : ৩ নং আয়াত)

৩. ওযাইর ও ঈসা আল্লাহর পুত্র :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ِابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ـ (توبة : ٣٠)

অর্থ : ইয়াহুদী বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র আর খ্রীষ্টানরা বলে মসীহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র। (সূরা আত-তওবা : ৩০ নং আয়াত)

www.pathagar.com

তারা আরো বলেছে :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآءُهٗ ـ (المائدة : ١٨)

অর্থ : ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (সূরা আল-মায়েদা : ১৮ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কথাগুলোর বিরোধিতা করে বলেছেন :

ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ـ (توبة : ٣٠)

অর্থ : এ কথাগুলো তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের মতো কথা বলছে। (সূরা আত-তওবা : ৩০ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন :

وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ـ (مريم : ٩٢)

অর্থ : সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (সূরা মরিয়ম : ৯২ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে আরো বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهٗ ـ (البقرة : ١١٧)

তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন; তিনি এ থেকে পবিত্র। (সূরা আল-বাকারা : ১১৭ নং আয়াত)

৪. আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ـ (المائدة : ٦٤)

অর্থ : ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহর (দানের) হাত বন্ধ হয়ে গেছে। (সূরা আল-মায়েদা : ৬৪ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কথার কঠোর প্রতিবাদ করে বলেন :

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ـ (المائدة : ٦٤)

www.pathagar.com

অর্থ : তাদের নিজের হাত বাঁধা পড়ে গেছে। তারা যা কিছু বলেছে, সে কারণে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। (আসলে) আল্লাহর উভয় হাতই উন্মুক্ত, যেভাবে তিনি চান, সেভাবেই তিনি দান করেন। (সূরা আল-মায়েদা : ৬৪ নং আয়াত)

৫. আল্লাহ গরিব, আমরা ধনী :

قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ ۔ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۔ (ال عمران : ١٨١)

অর্থ : (ইয়াহুদীরা) বলতো আল্লাহ হচ্ছেন ফকির (নিঃস্ব), আর আমরা হচ্ছি ধনী। (সূরা আল-ইমরান : ১৮১ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা এই কথাটি যুক্তি দিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন :

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۔ (البقرة : ٢٨٤)

অর্থ : আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার। (সূরা আল-বাকারা : ২৮৪ নং আয়াত)

এর অর্থ হচ্ছে "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সকল কিছু আল্লাহর" এরপরও আল্লাহ কিভাবে গরিব ও ফকির? আল্লাহ আরো বলেন :

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا ۔ (ال عمران : ١٨١)

অর্থ : তারা যা বলেছে তা লিখে রাখবো। (সূরা আল-ইমরান : ১৮১ নং আয়াত)

৬. ইয়াহুদীদের শত্রু হচ্ছে জিব্রাইল (আ.)। আল্লাহ তার প্রতি উত্তরে বলেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۔ (البقرة : ٩٧)

অর্থ : হে নবী বলুন, কে সে ব্যক্তি, যে জিব্রাইলের শত্রু হতে পারে? অথচ সে আল্লাহর আদেশে তাঁর বাণীসমূহ তোমার অন্তকরণে নাযিল করেছেন। যা তাদের কাছে মজুদ (তাওরাতের) সত্যতা স্বীকার করে। এটি (কোরআন) পথ প্রদর্শক এবং মোমিনদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছে। (সূরা আল-বাকারা : ৯৭ নং আয়াত)

৭. ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণই শুধু বেহেস্তে প্রবেশ করবে :

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۔ (البقرة : ١١١)

www.pathagar.com

অর্থ : তারা বলে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সূরা আল-বাকারা : ১১১ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন :

تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ـ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ (البقرة : ١١١)

অর্থ : এটি তাদের মনে (মিথ্যা) বাসনা। হে নবী বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে (এ কথার) প্রমাণ পেশ করো। (সূরা আল-বাকারা : ১১১ নং আয়াত)

৮. ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ পরস্পরকে দোষারোপ করে :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ـ (البقرة : ١١٣)

অর্থ : ইয়াহুদীরা বলে, খ্রীষ্টানরা কোনো (সত্যের) ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং খ্রীষ্টানরা বলে ইয়াহুদীরা কোনো (সত্যের) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। (সূরা আল-বাকারা : ১১৩ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এই মত পার্থক্য সম্পর্কে বলেন :

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ـ (البقرة : ١١٣)

অর্থ : এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারা ও ওদের জাত মত উক্তি করে। (সূরা আল-বাকারা : ১১৩ নং আয়াত)

এ কথার অর্থ হচ্ছে : ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। তারা ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে জাতির ভিত্তিতে ধর্ম গড়ে তুলেছে। এটিই হচ্ছে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।

৯. খ্রীষ্টানরা বলে আল্লাহ তিনের এক :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ـ (المائدة : ٧٣)

অর্থ : যারা বলে আল্লাহ তিন জনের এক– তারা কাফের হয়ে গেছো। (সূরা আল-মায়েদা : ৭৩ নং আয়াত)

আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ (المائدة : ٧٣)

অর্থ : এক উপাস্য (আল্লাহ) ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই। (সূরা আল-মায়েদা : ৭৩ নং আয়াত)

১০. ঈসা (আ.) কে হত্যার অভিযোগ : ইয়াহুদীরা বলে, আমরা ঈসাকে হত্যা করেছি। যেমন তারা বলে :

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

(النساء : ١٥٧)

অর্থ : তারা বলে আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি যিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন । (সূরা আন-নিসা : ১৫৭ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন :

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ـ (النساء : ١٥٧)

অর্থ : তারা (ঈসাকে) হত্যা এবং শূলিবিদ্ধ কিছুই করতে পারেনি, বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছে। (সূরা আন-নিসা : ১৫৭ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ـ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

(النساء : ١٥٨-١٥٧)

অর্থ : তারা (ঈসাকে) আসলেই হত্যা করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছেই উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সূরা আন-নিসা : ১৫৭, ১৫৮ নং আয়াত)

১১. কয়েকদিন ছাড়া তাদেরকে আগুনে স্পর্শ করবে না : ইয়াহুদীরা বলে :

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ـ (البقرة : ٨٠)

অর্থ : ইয়াহুদীরা বলে, আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না, কিন্তু কয়েকদিন ছাড়া। (সূরা আল-বাকারা : ৮০ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা জবাবে বলেন :

www.pathagar.com

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ ـ (البقرة : ٨٠)

অর্থ : (হে নবী বলুন) তোমরা কি (আগুনে জ্বলবে না) এমন কোন অঙ্গীকার আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছো? আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করেন না। (সূরা আল-বাকারা : ৮০ নং আয়াত)

অর্থাৎ : তাদের এই ধারণার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১২. মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহ হচ্ছেন আল্লাহ : অর্থোডক্স খ্রীষ্টানরা মনে করে ঈসাই হচ্ছেন প্রকৃত আল্লাহ। পবিত্র কোরআনে এসেছে যে,

قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ـ (المائدة : ١٧)

অর্থ : খ্রীষ্টানরা বলে মসিহ ইবনে মরিয়ম (হুবহু) আল্লাহ। (সূরা আল-মায়েদা : ১৭ নং আয়াত)

আল্লাহ এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন :

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلَانِ الطَّعَامَ ـ (المائدة : ٧٥)

অর্থ : মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। তার জননী একজন সত্যবাদী মহিলা। তারা উভয়েই খাদ্য খেতেন। (সূরা আল-মায়েদা : ৭৫ নং আয়াত)

এর অর্থ হচ্ছে : যিনি স্রষ্টা হবেন : তিনি তো খানা খেতে পারেন না। অথচ পুত্র ও মাতা উভয়েই খানা খান। তাহলে তারা কিভাবে স্রষ্টা হলেন?

১৩. সন্ন্যাসিনী জীবন যাপন করা সর্ম্মানজনক : খ্রীষ্টান ধর্মে সন্ন্যাসিনীরা সব রকমের গুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন। কোন সন্ন্যাসিনীর বিবাহ করার অনুমতি নেই। খ্রীষ্টান ছেলে-মেয়ের অবৈধ মেলামেশার কারণে বিবাহ পূর্ব কোন মেয়ে সন্তান জন্ম লাভ করলে পাদ্রীরা তা ক্ষমা করে দেন। তাকেই সন্ন্যাসিনী বানিয়ে থাকে। একজন সন্ন্যাসিনীকে চব্বিশ ঘণ্টা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখতে হয়। কোন সাজসজ্জা ও অলংকারাদি পরিধান করতে পারবে না। তাদেরকে হয়ত মরিয়মের প্রতিচ্ছবি মনে করা হয়। (ভেঙ্গে গেল ক্রুশ, পৃ. নং ২৫, ২৬ অধ্যাপক এ এফ ছাদুল হক ফারুক)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ এর প্রতিবাদ করে আল-কোরআনে বলেন :

وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ ـ (الحديد : ٢٧)

অর্থ : সন্ন্যাসবাদ (খ্রীষ্টানরা) উদ্ভাবন করেছে। এটি আমি তাদের উপর ফরয করেনি। (সূরা আল-হাদীদ : ২৭ নং আয়াত)

১৪. আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করেছে খ্রীষ্টান জাতি : খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম ইনজিল বা বাইবেল। ইয়াহুদীরা খ্রীষ্টানধর্ম ধ্বংস করার নিমিত্তে ইনজিলে বহু ধরনের পরিবর্তন করেছে। যার ফলে ইনজিলে অনেক গড়মিল দেখা যায়। এদের ধর্মযাজকরা যে পাঁচটি ইনজিলকে বাছাই করেছেন, সেগুলোকে নিউ-টেষ্টামেন্ট নামে আখ্যায়িত করেছে। আর যে বিষয় খ্রীষ্টান ধর্মের পছন্দনীয় মনে হয়, তা সংযোজন করা হয়। এ পরিবর্তন সারা বিশ্বের পাদ্রী ও ধর্ম যাজকদের পরামর্শে পোপ করে থাকেন। ওল্ড টেষ্টামেন্ট সমস্ত খ্রীষ্টানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বারবার এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে এখন নামে মাত্রই ইনজিল বহাল আছে। এই ইনজিলগুলো শুধুমাত্র গীর্জাতেই পড়া হয়। ভবিষ্যতে হয়তো কোন কারণে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হতে পারে। (ভেঙ্গে গেল ক্রুশ, পৃ. নং ২৭, অধ্যাপক, এ এফ ছাদুল হক ফারুক)

জেহেভার সাক্ষী গোষ্ঠী স্বীকার করেছে যে, প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মৌলিক গ্রন্থকে হাতে লেখার ফলে এর মধ্যে মানুষের চিন্তার বিষয়বস্তু প্রবেশ করেছে। ফলে বর্তমান কালের মৌলিক ভাষায় রচিত হাজার হাজার বাইবেলের কোনোটাই আসল প্রতিলিপি নয়। (খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম, পৃ. নং ১৩৪, ১৩৫, আহমাদ দীদাত)

আল্লাহ বলেন :

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ـ (المائدة : ٤٧)

অর্থ : ইনজিলের অধিকারীদের উচিৎ, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা অনুযায়ী ফয়সালা করা। (সূরা আল-মায়েদা : ৪৭ নং আয়াত)

এর অর্থ হচ্ছে : যখন ঈসা (আ.) পৃথিবীতে ছিলেন তখন পর্যন্ত ইনজিলের হুকুম বলবৎ ছিলো, এরপর আল্লাহ কোরআন নাযিল করেছেন, তখন ইনজিলের হুকুম বাতিল হয়ে কোরআনের হুকুম বলবৎ হবে। পূর্বের সকল কিতাবের হুকুম বাতিল বলে গণ্য। (সূরা মায়েদার) ৪৭ আয়াতের ব্যাখ্যা, উর্দু তাফসীর, পৃ. ৩০৬

www.pathagar.com

আল-কোরআন ও হাদীসে সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কোরআনে এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাণী (হাদীস) সাহায্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। ঐ শব্দগুলো ধারাবাহিকভাবে এখানে তুলে ধরা হলো।

১. اِسْتِعَانَةٌ। 'ইস্তেয়ানা' শব্দের মূল 'ধাতু' হচ্ছে عَوْنٌ "আউনুন"। এর অর্থ হচ্ছে সাহায্য চাওয়া, সহায়তা চাওয়া। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. নং ৬৯, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে আল-কোরআনে বলেন :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحة : ٤)

অর্থ : আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (সূরা আল-ফাতিহা : ৪ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ (البقرة : ١٥٣)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। (সূরা আল-বাকারা : ১৫৩ নং আয়াত)

২. اِسْتِغَاثَةٌ। 'ইস্তেগাছা' শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে غَوْثٌ "গাউছুন"। এর অর্থ হচ্ছে সাহায্যের আবেদন করা, ফরিয়াদ করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই শব্দটি আল-কোরআনে বলেছেন :

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ـ (الانفال : ٩)

অর্থ : (বদরের মাঠে) তোমরা যখন স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন (আমি আল্লাহ) তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছি। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করবো। (সূরা আল-আনফাল : ৯ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা غَوْثٌ শব্দটি ব্যবহার করে বলেন :

www.pathagar.com

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ـ القصص : ١٥)

অর্থ : (মূসা আ.) এর কাছে নিজ জাতির লোকটি শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। (সূরা আল-কাসাস : ১৫ নং আয়াত)

৩. إِمْدَادٌ "মাদাদ" শব্দের বহুবচন হচ্ছে إِمْدَادٌ এমদাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান, যোগান দেয়া, সরবরাহ প্রদান করা। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. নং ১২৭, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ـ (الاسراء : ٦)

অর্থ : তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্র সন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদের (বনি ইসরাইলদের)কে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটি বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (সূরা বনী ইসরাইল : ৬ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এই শব্দটি উল্লেখ করে বলেন :

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ـ (ال عمران : ١٢٥)

অর্থ : (বদরের ময়দানে) তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করবেন। (সূরা আল-ইমরান : ১২৫ নং আয়াত)

৪. نَصْرٌ নছর শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্য সহায়তা, বিজয়। (আধুনিক আরবী ও বাংলা অভিধান, পৃ. নং ৮৮৬, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এই শব্দটি বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الروم : ٤٧)

অর্থ : মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমি (আল্লাহর) দায়িত্ব। (সূরা আর-রূম : ৪৭ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

www.pathagar.com

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ـ (المؤمن : ٥١)

অর্থ : অবশ্যই আমি (আল্লাহ) রাসূলগণ ও মুমিনদেরকে দুনিয়াতে এবং সাক্ষী দণ্ডায়মান দিবসে সাহায্য করবো। (সূরা আল-মুমিন : ৫১ নং আয়াত)

আল্লাহ নছর শব্দটি তুলে ধরে আরো বলেন :

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الصف : ١٣)

অর্থ : আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং বিজয় আসন্ন। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দিন। (সূরা আস-সফ : ১৩ নং আয়াত)

রাসূল (সা.) এর বাণীতে সাহায্য শব্দটি ব্যবহার

* عَوْنٌ : "আউন" শব্দটি রাসূল (সা.) "সাহায্য" সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ لَاتَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ اُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطَيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ـ (مسلم ٣ /١٤٥٤)

অর্থ : আবদুর রহমান বিন সামুরাতা (রা.) বর্ণনা করে বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন হে আবদুর রহমান আমির (নেতৃত্বের) এর জন্য আবেদন করো না। যদি চেয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করো তাহলে তা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। আর যদি না চেয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করো তাহলে তোমাকে সাহায্য করা হবে। (সহীহ মুসলিম : ৩/১৪৫৪ নং হাদীস)

* نَصْرٌ : নছর শব্দটি "সাহায্য" অর্থে রাসূল (সা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِ قَالَ شَكَوْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.pathagar.com

وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُوَ اللّٰهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يَحْفِرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيْهِ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعَ عَلٰى رَاسِهِ فَيُجَاءُ فَيَشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصِدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ..... وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

(صحيح البخارى ٢/١٣٢٢)

অর্থ : খাব্বাব বিন আরাত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.) এর কাছে অভিযোগ করলাম তিনি তখন চাদর গায়ে দিয়ে পবিত্র কাবা শরীফের ছায়ায় ভর করে বসে আছেন। আমরা বললাম আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সাহায্যের দোয়া করতে পারেন না? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের পূর্বের লোকদের অবস্থা এমন ছিলো তাকে ধরে গর্তের মধ্যে রাখা হতো, তারপর করাত আনা হতো, তারপর তার মাথায় করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হতো, এই অবস্থায় তারা দ্বীন থেকে দূরে অবস্থান করেনি। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করছি যদি (ধৈর্য) ধারণ করো, ইয়ামেনের সানয়া থেকে হাজারো মাউত পর্যন্ত কোন আরোহী ভ্রমণ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবে না এমনকি ছাগলেরা ও বাঘের ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বেশী তাড়াতাড়ি করছো। (সহীহ আল-বুখারী : ২/১৩২২ নং হাদীস)

মুসলিম সমাজে সাহায্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি

আল-কোরআন ও রাসূলের হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরামগণ বিপদে, আপদে এবং দুঃখে ও কষ্টে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতেন। আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে সূরা ফাতিহায় نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ বলতে পারতেন। এর অর্থ হচ্ছে আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে فعل বা (কর্ম) উল্লেখ না করে مفعول (কর্মপদ) উল্লেখ করে ইবাদত এবং সাহায্যকে

www.pathagar.com

তাঁর জন্য সীমাবদ্ধ করেছেন। যার কারণে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে আর সাহায্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। পৃথিবীর কোন মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোন শক্তিধর জিনিসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, পাক ভারত উপমহাদেশসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশে একটি শ্রেণী, আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) কে 'গাউছুল আযম' (বড় সাহায্যকারী) উপাধি দিয়ে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আলেম নামের কলংক বেশ কিছু লোক খতমে কাদেরিয়া, খতমে জালালী, খতমে চিশতিয়া, দরূদে তাজ, দরূদে হাজারী, দরূদে লাখীয়া, নিজের মনগড়া দরূদ লিখে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। যেমন তারা লিখেছে :

يَا اِلٰهِىْ بِطُفَيْلِ حَضَرَتْ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ أَغِثْنِىْ ـ

অর্থ : হে আমার আল্লাহ, হযরত আবদুল কাদের জিলানীর তোফায়েলে আমাকে সাহায্য করো। (মোকছুদুল মোমিনীন ও আখেরাতের পুঁজি, পৃ. নং ২২১, ২২২, ২২৩, ২৩০, ২৩৩, ২৩৫, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)

তাছাড়া সুফী পীরেরা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপরও হস্তক্ষেপ করেছে। তারা আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে গাউস বলে।

অর্থাৎ : আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী বানিয়ে দিয়েছে। তাদের মতে এই পৃথিবীতে মোট তিনশত উনিশজন নজীব আছেন। সৃষ্টি জগতে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ, খাদ্য সংকট, অশান্তি ও মহামারী দেখা দেয়, তখন সকল জীবজন্তুর প্রতিনিধিরা এই তিনশত উনিশ জন নজীবের কাছে ছুটে যান। নজীবেরা তাদের হাল-হকিকত জেনে নিয়ে সত্তরজন নকীবের স্মরণাপন্ন হন। এই সত্তর জন নকীব তখন চল্লিশ জন আব্দালের কাছে আবেদন পেশ করেন। চল্লিশ জন আব্দাল তখন সাত জন কুতুবের শরণাপন্ন হন। এই সাত জন কুতুব তখন অনতিবিলম্বে চার জন আওতাদের কাছে দৌড়ে যান। চার জন আওতাদ তখন 'গাউস' এর কাছে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও প্রতিকারের জন্য আকুল ফরিয়াদ পেশ করেন। 'গাউস' তখন সব সমস্যার সমাধান করে দেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'গাউস' অর্থাৎ গাউসুল আজম– আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)। (পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম, পৃ. ৭৪, ৭৫, অধ্যাপক এ. এফ. ছাদুল হক ফারুক)

www.pathagar.com

অপর দিকে অনেক ওয়ায়েজরা বলে থাকেন যে, বাবা আদম (আ.) এর গোনাহ মাফ করানোর জন্য রাসূলের উছিলার মাধ্যমে সাহায্য চেয়েছেন। এমনকি আল্লাহর ওলীরা শূন্যে উড়ে যাওয়া, পানির উপরে হেঁটে গিয়ে কেরামত প্রদর্শন করেছেন। [ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস, পৃ. নং ১১২, ১৩৬ আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন (রহ.)]

আবার, অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়ের জন্য মাজারে শায়িত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চেয়ে প্রচারাভিযানে বের হয়, "এই বিষয়গুলো সঠিক কিনা এখন তুলে ধরছি"।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) গাউস সম্পর্কে বলেন :

فَاَمَّا لَفْظُ الْغَيْثِ وَالْغِيَاثُ فَلاَ يَسْتَحِقُّهِ اِلاَّ اللّٰهُ فَهُوَ غِيَثُ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ فَلاَ يَجُوْزُ لِاَحَدٍ لِاسْتِغَاثَةُ بِغَيْرِهِ ـ

অর্থ : গাউস বা গিয়াস শব্দটি ব্যবহারের উপযোগী একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নয়। তিনিই একমাত্র অসহায়ের সহায়ক। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ পেশ করা কারো জন্য জায়েয (বৈধ) নয়। আর যারা বিপদ আপদ দূর করার জন্য তিনশত নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়, তারপর সত্তর জন থেকে চল্লিশ জন। আবার চল্লিশ জন থেকে সাত জন, তারপর সাত জন থেকে চার জন গাউসের নিকট জানিয়ে থাকে বলে, সে মিথ্যুক, পথভ্রষ্ট মুশরিক। শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) কে যারা গাউসে আজম বা সাইয়েদুল আগওয়াস বলে মন্তব্য করেন, তার যামানীয় বা তার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ঐ ধরনের কথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এটা নাসারা (খ্রীষ্টানদের) মতই নীতি। ঈসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর খ্রীষ্টান জাতি তাঁকে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে, অথচ তিনি এর কোন খবর রাখেন না। আর কেরামতি প্রদর্শনের নামে শূন্যে উড়ে যাওয়া, পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অতি অল্প সময়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা মুহাম্মদ (সা.) এর নীতি ছিল না। এ রকম কেরামতি কাফিররা রাসূল (সা.) এর নিকট তলব করেছিলো তুমি আসমানের দিকে উড়ে যাবে, আমরা স্বচক্ষে দর্শন করব। এর উত্তরে আল্লাহ রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

www.pathagar.com

سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً ـ

অর্থ : আমার প্রতিপালকের গুণগান, আমিতো মানুষ নবী ছাড়া আর কিছুই নই। রাসূলের কাজ শূন্যে উড়ে যাওয়া নয়, যারা উড়ে গেলো, তারা শয়তানের ওলী, তাহলে হিজরতের সময় রাসূল (সা.) ও আবু বকর সাউর পর্বতে আত্ম গোপন করে থাকতেন না। শূন্যে ভর করে কুরাইশ কাফিরদের দেখিয়ে উড়ে মদীনায় পৌছতেন। (ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস, পৃ. নং ১৩৬, ১৪৩, আল্লামা আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দিন (রহ.)

যারা বলেন, বাবা আদম (আ.) গুনাহ মাফ করানোর জন্য রাসূলের ওসীলা তলব করেছিলেন, তা শরীয়াতের মধ্যে জাল কথা প্রচার ও অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ থেকে মিথ্যা বানোয়াট বিষয় উল্লেখ করেছেন। (কিতাবুশ শারিয়াহ, পৃ. নং ৪২৫)

অনেক আলেম দোয়ার মধ্যে "বেহক্কে মুহাম্মদ" কিংবা বেহক্কে ফিল মালায়েকাতি ওয়াস সালেহীন বলে থাকে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, এরূপ বলার প্রথা কোনো শরীয়তে প্রমাণিত হয়নি। আর যদি আদম (আ.) হতে প্রমাণিত হত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তা সত্য বলতেন, তাহলে এটি শরীয়তে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হতো, সাহাবাগণ (রা.) এর উপর আমল করে উম্মত পর্যন্ত পৌছাতেন। (ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস, পৃ. নং ১১৪, আল্লামা আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দিন)

আর, যারা নির্বাচনে জয়ের জন্য মাজার যিয়ারতের মাধ্যমে কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর সাথে অংশীদার করার সমতুল্য। কারণ ক্ষমতা দেয়া না দেয়ার একমাত্র শক্তি আল্লাহর। কবরে শায়িত ব্যক্তি দুনিয়ার জীবিত মানুষের কাছে সব সময় মুখাপেক্ষী। সে কিভাবে জীবিতদের সাহায্য করবে এটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে করা হচ্ছে। আল্লাহ বলেন :

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ـ (النحل : ٢١)

অর্থ : তারা মৃত, তারা জীবিত নয়। (সূরা আন-নাহল : ২১ নং আয়াত)

দুনিয়ার জীবনে দেখা যায় এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করেন, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে হাজারো এবং লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী ও সাহায্য নিতে হয়।

দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিন মুজুরের মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, কাঠমিস্ত্রীর মুখাপেক্ষী এবং তারাও সবাই গৃহ নির্মাতার মুখাপেক্ষী। অপর দিকে চোর, ডাকাত, গুম ও হত্যার জন্য তারা একে অন্যের সহযোগিতা করে। ফলে তারা অসৎ, অন্যায় কাজ করার সুযোগ পায়। জাগতিক ভাল কাজের সহযোগী তার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ

(المائدة : ٢)

অর্থ : সৎ ও আল্লাহ ভীতি কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য বা সহযোগিতা করো না। (সূরা আল-মায়েদা : ২ নং আয়াত ও তাফসীরে মারেফুল কোরআন সূরা মায়েদার ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

একজন মানুষ ভারী বস্তু একা তুলতে পারছে না, অন্য কারো সাহায্য নেয়া তার জন্য বৈধ। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালার এমন প্রিয় আমল, যা পালন করলে তার প্রিয় বান্দায় উপনীত হওয়া যায়, সেই আমল করার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন :

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ـ (البقرة : ١٥٣)

অর্থ : আর তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। (সূরা আল-বাকারা : ১৫ নং আয়াত ও শরহে ছালাছাতুল উছুল– শেখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমিন রহ.)

ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু দেশে দেখা যায় বালা মছিবত থেকে রক্ষার জন্য কয়েক জন আলেম বা অন্য লোক ডেকে কোরআন খতম করা হয়। নিজে কোরআন পড়ার ধার ধারে না এবং কোরআনের উপর চলতে চায় না, এভাবে কোরআন পড়িয়ে সাহায্য চাওয়ার বিধান ইসলামে নেই। অনুরূপ খতমে বোখারী পড়ে পরীক্ষা পাশের বা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাওয়ার বিধান ইসলামে নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার কারণসমূহ

আমাদের সকলের পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। ঐ লোকগুলোর কি কি গুণাবলী ছিলো, তা আমরা এখন তুলে ধরছি।

*. মু'মিন হওয়া : আল্লাহ তা'য়ালা "মু'মিন" বান্দাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ বলেন :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الروم : ٤٧)

মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার (আল্লাহর) দায়িত্ব। (সূরা আর-রূম : ৪৭ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বলেন :

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ـ (مؤمن : ٥١)

অর্থ : আমি (আল্লাহ) অবশ্যই রাসূল ও ঈমানদারকে দুনিয়াতে এবং পরকালে সাহায্য করবো। (সূরা মুমিন : ৫১ নং আয়াত)

অনেক মানুষ এমন দেখা যায় নিজেকে মুমিন এবং ঈমানদার দাবি করে, অথচ বাস্তব কার্যাবলীতে ঈমানের বিপরীত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অর্থাৎ : আল্লাহ, রাসূল, আসমানী কিতাব, পরকাল এবং আল্লাহর ফেরেশতাসহ তাকদীরকে বিশ্বাস করে। অপর দিকে বলে থাকে বর্তমান এই যুগে কোরআনের আইন চলতে পারে না, পর্দা রাখা বাধ্যতামূলক নয়, আল্লাহ ও রাসূলের পথে যারা চলতে চায়, তাদের কে ধর্মান্ধ ও কট্টরপন্থী এবং সন্ত্রাসী বলে উল্লেখ করে, বিয়ে শাদীতে ধর্ম থাকতে পারে না, সন্তানের কোন ধর্মীয় পরিচয় থাকতে পারে না, দেশের সংবিধানে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা কোন ধারা থাকতে পারে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ (البقرة : ٨)

www.pathagar.com

অর্থ : মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি, তারা আদৌ ঈমানদার নয়। (সূরা আল-বাকারা : ৮ নং আয়াত)

সত্যিকার মুমিন কে? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ج الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ـ

(الانفال : ٢، ٣)

অর্থ : মুমিন তো তারা, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। (সূরা আল-আনফাল : ২, ৩ নং আয়াত)

অর্থাৎ : এই আয়াতে পাঁচটি গুণের অধিকারীকে সত্যিকার মুমিন বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন।

* দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হলে : মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত জীবন বিধান (ইসলাম) কে জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে সমস্ত লোকেরা এগিয়ে আসবে, তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ

(محمد : ٧)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) কাজে সাহায্য করো, তাহলে (আল্লাহ) তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা-কে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা করবেন। (সূরা মুহাম্মদ : ৭ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা, অন্য আরেকটি আয়াতে বলেন :

www.pathagar.com

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ـ (الحج : ٤٠)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। যারা আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) জন্য সাহায্য করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও শক্তিধর। (সূরা আল-হজ্জ : ৪০ নং আয়াত)

* অত্যধিক নির্যাতিত হওয়া : সত্যিকারভাবে যারা আল্লাহর দ্বীনের কাজ করবে, তাদের উপর বিপদ-আপদ আসবে এটিই চিরন্তন পদ্ধতি। বর্তমানে অনেক মানুষ দ্বীনের কাজ করতে দেখা যায়, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধীদের কোন আক্রমণ, নির্যাতন, জেল জরিমানা নেই, বরং তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু একই সরকার দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে গ্রেফতার ও নির্যাতন চালায়। এর মাধ্যমে সত্যিকার দ্বীনের পথে কারা আছে তা বুঝা সম্ভব। নবী ও তাঁর সাথীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন হয়েছিলো, আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরী হওয়ায় তারা নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তখনই আল্লাহ তা'য়ালা সাহায্য প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ، اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ (البقرة : ٢١٤)

অর্থ : (পূর্বের লোকদের উপর) বিপদ ও কষ্ট পতিত হয়েছিলো এবং শিহরিত হয়ে নবী ও তাঁর সাথীরা এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে কখন আল্লাহ সাহায্য আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা আল-বাকারা : ২১৪ নং আয়াত)

অন্য আরেকটি আয়াতে আক্রমণ নির্যাতন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, নবীরা আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তখনই আল্লাহ সাহায্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ـ

(يوسف : ١١٠)

অর্থ : এমনকি রাসূলগণ (আক্রমণের পরে সাহায্য না আসায়) নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতেন যে, তাদের বুঝি মিথ্যায় পরিণত

www.pathagar.com

হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখনই তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। (সূরা ইউসুফ : ১১০ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছে মানুষের মধ্যে অধিক বিপদ বা নির্যাতন কাদের উপর এসেছে? রাসূল (সা.) বলেছেন : নবীদের উপরে, তারপর নেককার বান্দাদের উপরে, এরপর স্তরে স্তরে দ্বীনের উপরে থাকা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপরে বিপদ আপদ আসবে। (সুনানে ইবনে মাজা : ২য় খণ্ডের ১৩৩৪ নং পৃ.)

* ধৈর্যধারণ করা : সত্যিকার ঈমানদারগণ যখন আল্লাহর দ্বীনের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, তখনই ইসলামবিরোধী শক্তি তাদের উপর আক্রমণ এবং হত্যাকাণ্ড চালাবে। তখন তাদের উচিৎ ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং আল্লাহকে ভয় করা তখন আল্লাহ তাদের উপর সাহায্য প্রেরণ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ـ (ال عمران : ١٢٥)

অর্থ : হ্যাঁ তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের বিরোধীরা তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন। (সূরা আল-ইমরান : ১২৫ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا ـ (الانعام : ٣٤)

অর্থ : আপনার পূর্বে অনেক রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিলো। তারা সবর ধারণ করেছেন এবং আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। (সূরা আল-আনয়াম : ৩৪ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ধৈর্য সম্পর্কে বলেছেন :

www.pathagar.com

إِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ (ترمذى)

অর্থ : নিশ্চয় ধৈর্যের সাথে সাহায্য, কষ্টের সাথে আনন্দ আর কঠোরতার সাথে সহজতা রয়েছে। (তিরমিযী।

* আল্লাহর উপর সত্যিকার ভরসা করা : পৃথিবীর যতো শক্তি আছে, সকল শক্তির বড় শক্তি হচ্ছে আল্লাহর তা'য়ালার শক্তি। ঐ শক্তির কাছে পৃথিবীর কোন শক্তি টিকে থাকতে পারে না। অনেক মুমিন ও মুসলিম আল্লাহর উপর ভরসা না করে পৃথিবীর রাষ্ট্র প্রধানদের শক্তিকে বড় মনে করে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন :

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ـ (الزمر : ٣٦)

অর্থ : আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? (সূরা আয-যুমার : ৩৬ নং আয়াত)

মুসলিম সমাজে "তাওয়াক্কুল" সম্পর্কে বলা হয় আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বা বিজয় আসছে না? আসলে ঐ সমস্ত লোকেরা 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝেনি। বরং যে কাজ বাস্তবায়ন করতে বের হবেন, সেই কাজের আসবাব বা সামগ্রী যোগাড় করে তারপর আল্লাহর উপর ভরসাকে তাওয়াক্কুল বলে। (ছহীহ আল-বুখারী : ২য় খণ্ড, ৫৫৪ পৃ. নং)

অর্থাৎ : আপনি হজ্জে যাবেন, হজ্জে যাওয়ার সাথে যা যা প্রয়োজন তা সাথে নেবেন, জমিনে ফসল বুনবেন, এর সাথে যা যা আপনার সাধ্য আছে তা সংগ্রহ করবেন, এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করবেন। তদ্রূপ– দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবেন, কিন্তু এর সামগ্রী যোগাড় করবেন, এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করবেন। এটিই হচ্ছে সত্যিকার তাওয়াক্কুল। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ـ (انفال : ٦٠)

অর্থ : ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তোমাদের সাধ্যের মধ্যে শক্তি

www.pathagar.com

সঞ্চয় করো এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যাতে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের উপর প্রভাব পড়ে। (সূরা আনফাল : ৬০ নং আয়াত)

কাফের বেঈমানরা বর্তমানে মরণাস্ত্র বানিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, কিন্তু মুসলমানরা যেন ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে না পারে, সে জন্য আন্তর্জাতিকভাবে তাদের উপর চাপ দেয়া হচ্ছে। এটি তাওয়াক্কুল নয়, বরং যুগ উপযোগী ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়ে সেই অস্ত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

* দৃঢ়তা অবলম্বন করা : আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া থেকে শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে কাফের বেঈমানগণের সাথে মুনাফিক লোকেরা একত্রিত হয়ে সত্যিকার মুমিনদের উপরে আক্রমণ চালাবে, তাদেরকে বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কার করবে এবং নারীদের সম্ভ্রমের উপর আঘাত হানবে। এমন পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা অবলম্বন করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বের হতে হবে, আর আল্লাহকে তখন অধিক হারে স্মরণ করবে। যেমন জালুতের বিরুদ্ধে তালুদের দৃঢ়তার কথা আল্লাহ তুলে ধরে বলেন :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ البقرة : ٢٥٠)

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি এবং আমাদেরকে (যুদ্ধের ময়দানে) দৃঢ় থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আর কাফেরদের উপরে আমাদেরকে সাহায্য প্রদান করুন। (সূরা আল-বাকারা : ২৫০ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দোয়া কবুল করেছেন, জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে, দাউদকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করেছেন। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বিশ্বের ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোকে টার্গেট করে আক্রমণ চালাচ্ছে, যদি বিশ্ব মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়দানে আসতো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই মুসলমানদেরকে সাহায্য করতেন, যেমন সাহায্য করেছিলেন পূর্বের মুসলমানদেরকে। তাই যুদ্ধের ময়দানে এই অঙ্গীকার নিয়ে যেতে হবে যেমন মুতার যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) তাঁর সেনা সদস্যদেরকে বলেছিলেন আমরা মুসলিমরা শক্তি ও সংখ্যার উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না। দ্বীন (ঈমানের) শক্তিতে যুদ্ধ করি। আমরা দু'টো পুণ্য কর্মের মধ্যে

www.pathagar.com

একটি অবশ্যই লাভ করবো, তা হচ্ছে বিজয় লাভ অথবা শাহাদাত। (ইসলামের ইতিহাস, আলিম, পৃ. নং ৮৮ ইসলামিক কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা)

এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে আল্লাহ নিজেই কাফেরদেরকে পরাজিত করবেন, মুসলমানদের উপর এহসান করবেন। আল্লাহ বলেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ـ (انفال : ١٧)

অর্থ : (বদরের ময়দানে) তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। তুমি (মোহাম্মদ) নিক্ষেপ করনি, বরং আমি আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছি। (সূরা আনফাল : ১৭ নং আয়াত)

* যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহকে স্মরণ ও ভয় করা : আল্লাহ তা'য়ালার যিকির বা স্মরণের জন্য বিশেষ সময় ও কাল নেই। সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ (الاحزاب : ٤١)

অর্থ : হে মুমিনগণ, আল্লাহকে তোমরা অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। (সূরা আল-আহযাব : ৪১ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ـ (الكهف : ٢٤)

অর্থ : যখন ভুলে যাবে, তখন আপনার রবকে স্মরণ করুন। (সূরা আল-কাহফ : ২৪ নং আয়াত)

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের সংকট ও বিপদ-আপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ـ (الطلاق : ٢)

অর্থ : যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন। (সূরা আত-তালাক : ২ নং আয়াত)

ইসলাম বিরোধীদের সাথে প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হতে হবে, যেমন

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) তার জীবনে অসংখ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে ইসলাম বিরোধীদের শক্তি সামর্থ্য দেখে ভয় না করতে আল্লাহ উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

فَلاَ تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ (ال عمران : ١٧٥)

অর্থ : সুতরাং তোমরা (ইসলাম বিরোধীদেরকে) ভয় করো না, আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা আলে-ইমরান : ১৭৫ নং আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেন :

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ـ (المائدة : ٤٤)

অর্থ : মানুষকে ভয় করো না বরং আমি (আল্লাহকে) ভয় করো। (সূরা আল-মায়েদা : ৪৪ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ (ال عمران : ١٢٩)

অর্থ : তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই (যুদ্ধের ময়দানে) বিজয়ী হবে। (সূরা আল ইমরান : ১২৯ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বদর যুদ্ধের রাতে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ ও ভয়ের সাথে বলেছিলেন : হে আল্লাহ আপনি আপনার ওয়াদা বাস্তবায়ন করুন, যদি আজ আমাদেরকে পরাজিত করেন, তাহলে আপনার ইবাদত করার কেউ পৃথিবীতে থাকবে না। তখন রাসূল সা. বললেন :

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ـ (القمر : ٤٥)

অর্থ : (কাফের দল) শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। (সূরা আল-কামার : ৪৫ নং আয়াত ও বুখারী শরীফ ৪ খণ্ডের : ১৪৫৩ পৃ.)

আল্লাহ আরো বলেন :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (انفال : ٤٥)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও,

www.pathagar.com

তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, ফলে তোমাদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পারো। (আনফাল : ৪৫)

* আল্লাহ সাহায্য করবেন এই কথা মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস করলে : যে সমস্ত শর্ত আল্লাহ পূরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তা পূর্ণ করার পর এই কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে যে পৃথিবীর কোন শক্তি সাহায্য করার নেই, আল্লাহ আমাদের (মুসলিম)-কে সাহায্য করার শক্তি রাখেন, তখনই আল্লাহ সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন :

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ (ال عمران : ١٢٦)

অর্থ : আর আল্লাহ সাহায্য শুধু এজন্য করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি আসে। আর সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, যিনি অতীব সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল-ইমরান : ১২৬ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে বলেন :

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ـ (ال عمران : ١٦٠)

অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদেরকে পরাজিত করেন, তবে কে আছে তোমাদেরকে সাহায্য করার? (সূরা আল-ইমরান : ১৬০ নং আয়াত)

আল্লাহর সাহায্য দেরিতে আসার কারণসমূহ

বিশ্বের কুফরী শক্তি একত্রিত হয়ে কখনো মুসলিম দেশে আক্রমণ চালিয়ে নীরহ মুসলিম নর-নারীদের মিথ্যা অজুহাতে হতাহত করে। আবার বেশ কিছু মুসলিমদেরকে অহরহ হত্যা, বাড়ীঘর ধ্বংস ও গ্রেফতার করে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে। এত কিছুর পরও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় দেখা যাচ্ছে না কেন? এর পেছনে যে সমস্ত কারণসমূহ রয়েছে তা এখন তুলে ধরছি।

www.pathagar.com

* পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানদার বাছাই করা : আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানদার বাছাই করেন তারপর তাদেরকে সাহায্য করেন। এই জন্য যুগে যুগে সত্যিকার ঈমানের দাবিদার কারা, তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। আল্লাহ আরো বলেছেন পরীক্ষা সম্পর্কে :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ـ (البقرة : ١٥٥)

অর্থ : অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ ও প্রাণ এবং ফল শস্যের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো। আর ঐ সব ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করুন। (সূরা আল-বাকারা : ১৫৫ নং আয়াত)

এই আয়াতে ৫টি জিনিসের দ্বারা পরীক্ষা করবেন বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে : ক. কাফেরদের পক্ষ থেকে ভয়, খ. অভাব অনটন দেখা দেয়া, গ. ধন সম্পদে ক্ষতি ঘ. জানের উপর আঘাত ঙ. ফসলের ক্ষতির পরও যারা ধৈর্যধারণ করবে এবং তারা বলবে :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ (البقرة : ١٥٦)

অর্থ : অবশ্যই (এ সব ক্ষতি) আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো। (সূরা আল-বাকারা : ১৫৬ নং আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

(البقرة : ٢١٤)

অর্থ : তোমরা কি ধারণা করেছো যে, এমনিতেই তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে, যদিও তোমাদের উপর এখনও তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদারগণের অনুরূপ অবস্থা আসেনি? তাদের উপর নেমে এসেছিলো

www.pathagar.com

অর্থ-সংকট ও কষ্টক্লেশ। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত হয়েছিলো। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই অতি নিকটে। (সূরা আল-বাকারা : ২১৪ নং আয়াত)

এই পরীক্ষাগুলোর পরে যারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবে ও ধৈর্যধারণ করবে, তাদেরকে আল্লাহ ইসলামী খেলাফত প্রদান করবেন। আল্লাহ বলেন :

قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ـ (الاعراف : ١٢٩)

অর্থ : (মূসা (আ.) তার জাতিকে বললেন) শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে খেলাফতের দায়িত্ব দেবেন। তোমরা কেমন কাজ করো তা দেখবেন। (সূরা আল-আরাফ : ১২৯ নং আয়াত)

* শহীদের মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্যে : কাফের, বেঈমান এবং যালেম লোকেরা আক্রমণ চালিয়ে অনেক মুসলিমকে হত্যা করে। যেমন উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সা.) এর উপস্থিতিতে সত্তর জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআন নাযিল করে জানিয়ে দিলেন :

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ـ (ال عمران : ١٤٠)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে হতে কিছু লোককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে চাই। (সূরা আল-ইমরান : ১৪০ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদের মর্যাদার কথা তুলে ধরে হাদীসে উল্লেখ করেছেন :

শহীদের জন্য সাতটি মর্যাদা আল্লাহ রেখেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়াবস্থায় তাকে ক্ষমা করা হয়

২. তাকে জান্নাতে বসবাসের স্থানটি দেখানো হয়, ফলে সে ঈমান আনয়নের জন্য আনন্দিত হয়।

৩. বাহাত্তর জন বড় চোখবিশিষ্ট হুরকে তার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন।

৪. কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৫. তাঁর মাথায় ইয়াকুত পাথরের বাদশাহী টুপি পরানো হবে, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সকল কিছু থেকে উত্তম হবে।

৬. মহা প্রলয়ের সময় সে নিরাপদ থাকবে।

৭. তাঁর পরিবারের সত্তর জন মানুষকে সুপারিশ করার ব্যবস্থা করা হবে। (মুসনদ আহমদের ৪/১৩১ নং পৃ. এবং সহীহ আল-জামে ৫/৪০ নং পৃষ্ঠা)

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে; তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন : কিছু সময়ের জন্যও কোন মুসলিম আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (আবু দাউদ)

এই কারণে দেরিতে আল্লাহর সাহায্য প্রেরণ করেন, যাতে কেউ কেউ আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য হাসিল করতে পারেন।

* দোষ, ত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্য দেরিতে সাহায্য প্রেরণ :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আল্লাহর দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ সংখ্যক লোক কাজ করছে, দীর্ঘদিন কাজ করার পরেও ইসলামের বিজয় দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি থাকায় এবং তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সাহায্য দেরিতে প্রেরণ করেন। যেমন হুনাইনের যুদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীরা সংখ্যাধিক্যের অহংকার করেছিল :

আল্লাহ বলেন :

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ـ (توبة : ٢٥)

যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য। (সূরা তাওবা : ২৫)

অপর দিকে উহুদের যুদ্ধে রাসূলের আদেশ অমান্য করে কিছু সাহাবী গনিমতের মাল সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকায় দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়েছিলো।

আল্লাহ ঐ দোষগুলো তুলে ধরে বলেন :

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ـ (ال عمران : ١٥٢)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া কামনা করেছিলে এবং কেউ কেউ পরকাল কামনা করেছিলে। এরপর তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য বিরত করলেন। (সূরা আল-ইমরান : ১৫২ নং আয়াত)

www.pathagar.com

পরে আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। বর্তমানেও যারা ইসলামী আন্দোলন করেন, হতে পারে তাদের মধ্যে বেশ কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে। ঐ দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনো তাদেরকে বিরোধী শক্তির দ্বারা কোণঠাসা করা হয় যাতে তারা ত্রুটি সংশোধন করে সঠিক সিদ্ধান্তে পুনরায় ফিরে আসতে পারে। এই জন্য আল্লাহর সাহায্য দেরিতে পৌছে।

* কষ্টের পরে বিজয়কে ধরে রাখার জন্যে : দুনিয়ার মানুষের নিয়মে দেখা যায়, কেউ কষ্ট ব্যতীত কোন সম্পদের মালিক হলে, ঐ সম্পদের মূল্য দেয়া হয় না। কিন্তু কোন সম্পদ জোগাড় করতে যদি অনেক কষ্ট স্বীকার করে লাভ করা যায়, ঐ সম্পদ নষ্ট করতে সে কখনো চায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ম বা পদ্ধতি হচ্ছে কষ্টের পরে আনন্দ। কষ্ট ছাড়া সচ্ছলতার কোন মূল্য থাকে না। এই জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ (الانشراح : ٦)

অর্থ : নিশ্চয় কষ্টের পরেই সচ্ছলতা রয়েছে। (সূরা ইনশিরাহ : ৬ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ـ (البلد : ٤)

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষকে শ্রম নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আল-বালাদ : ৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ : মানুষের জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শ্রম করে অতিবাহিত করতে হয়। আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার লগ্নে যে শ্রম ও কষ্ট করা হয়েছিল তা বিরাট সময়ের প্রয়োজন হয়েছিলো। এরপরে আল্লাহ সাহায্য বা বিজয় দান করেন।

আল্লাহ বলেন :

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ـ (الطلاق : ٧)

অর্থ : আল্লাহ কষ্টের পর সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। (সূরা আত-তালাক : ৭ নং আয়াত)

মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের দীর্ঘ দশ বছর ধরে কাফেরগণ কষ্ট দিয়েছিলো। এই কষ্টের ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছেন। অতি সম্প্রতি, মিসরে দীর্ঘ দিন ইসলাম পন্থীদেরকে

www.pathagar.com

নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। এখন আল্লাহ তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেছেন। তাই পৃথিবীতে তিনটি গুণের অধিকারীদের সহজ ও সচ্ছলতার পথ দান করবেন। অনুরূপ, তিনটি গুণের অস্বীকারকারীরা কষ্টের জীবন যাপন করবে বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন :

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ـ
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ـ

(الليل : ٦-١٠)

অর্থ : যে (আল্লাহর পথে) দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তম বিষয়টি (তাওহীদ)-কে সত্য মনে করে তাকে সুখের পথ সহজ করে দেবো। আর যে, (আল্লাহর রাস্তায়) অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা করে, নিজেকে অভাব মুক্ত (অহংকারী) হয় এবং উত্তম বিষয় (তাওহীদ)-কে অস্বীকার করে তাকে কষ্টের পথ সহজ করে দেবো। (সূরা আল-লাইল : ৬-১০ নং আয়াত)

* মিথ্যার পরিণতি বুঝার জন্যে সাহায্য দেরিতে পাঠান : সত্যের সামনে মিথ্যা কখনো টিকে থাকতে পারে না। বাতিল বা খারাপের পরিণতি খুবই মারাত্মক। তখন মানুষ আসল সত্যকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু পূর্বে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ না করে ইসলাম বিরোধী মতবাদকে ভাল মনে করেছিলো। যখন বুঝতে পারলো যে, বাতিল হচ্ছে পরগাছা, আর সত্য হচ্ছে আসল বস্তু। তখন আল্লাহ সাহায্য প্রেরণ করেন। আল্লাহ বলেন :

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ (اسراء : ٨١)

অর্থ : (হে নবী বলুন) সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮১ নং আয়াত)

এই ভাবে কোন দেশের জনগণ প্রকৃত ঈমানদার হয়ে যায় এবং সৎকর্ম করে নিজে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় তখন আল্লাহ দেরি করে ঐ দেশের উপর বিজয় দান করেন।

আল্লাহ বলেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى

www.pathagar.com

الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ (النور : ٥٥)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) অবশ্যই দান করবেন, যেমন তিনি পূর্বে তা দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই তাদের জন্য দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তাদেরকে ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। (সূরা আন-নূর : ৫৫ নং আয়াত)

যুগে যুগে আল্লাহর সাহায্যের দৃষ্টান্ত

আমাদের সকলের প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সাহায্য করে দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন। আর যারা দ্বীনের বিরোধিতা করেছিলো তাদেরকে শাস্তি দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যে সময় যে রকম সাহায্য প্রেরণ করা উচিৎ, আল্লাহ সেই সাহায্যটি যুগ-উপযোগী করে নাযিল করেছেন। মানুষের জেনে রাখা উচিৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যতো সৃষ্টি রয়েছে, সকল সৃষ্টি জগৎ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। (সূরা আল ইমরান : ৮৩ নং আয়াত)

ঐ সৃষ্টি জগৎকে আল্লাহ যখন যে নির্দেশ দেন, তখন তারা ঐ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না। যাকে শাস্তি দেয়ার দরকার, তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে সাহায্য করার দরকার, তার জন্য সাহায্য করে থাকেন। এই কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ـ (المدثر : ٣١)

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনিই একমাত্র অবহিত। এটি মানুষের জন্য উপদেশ মাত্র। (সূরা আল-মুদ্দাসসির : ৩১ নং আয়াত)

শুধুমাত্র আল্লাহর একটি বাহিনী সম্পর্কে মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন :

www.pathagar.com

مَا فِيْهَا مَوْضِعٌ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ (ترمذى)

অর্থ : (আকাশে) চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খালী নেই, তাতে ফেরেশতারা আল্লাহর জন্য সেজদায় কপাল ঠেকিয়ে রাখেননি। (তিরমিযী)

আপনারা জানেন, নূহ (আ.) কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। সাড়ে নয়শত বছর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর সামান্য কিছু লোক ঈমান এনেছিলো। বেশীর ভাগ লোক ঈমান আনেনি। নূহ (আ.)-কে কাফের, বেঈমানরা কতো কষ্ট দিয়েছে, যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে কাফেরদেরকে শাস্তি দিয়ে শেষ করবেন, আর ঈমানদারকে তিনি সাহায্য করবেন। তাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে পুনরায় আবাদ করবেন। আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.) কে নৌকা বানিয়ে ঈমানদারকে তাতে উঠাতে বলেছেন। অন্যদিকে অহংকারীদেরকে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। পানি আল্লাহর বাহিনী আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নূহ ও তাঁর সাথীদেরকে সাহায্য করে বাঁচিয়েছেন, আর অবিশ্বাসীদেরকে ডুবিয়ে শেষ করেছে। এটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য। আগুন হচ্ছে আল্লাহর বাহিনী। কোন বস্তুকে জ্বালিয়ে দেয়া আগুনের ধর্ম। পানি দিয়ে আগুনকে নিভানো যায়। কিন্তু আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিমকে বাঁচাতে পানির দরকার হয়নি। আগুন নিজেই শান্তি ও আরামদায়ক হয়েছে। এটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য। মূসা (আ.) এর লাঠির সাহায্যে কালযুম সাগরকে শুষ্ক করে তুর অঞ্চলে তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ। অপর দিকে ফেরাউনকে তাতে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার জন্য কোরাইশরা অনেক চেষ্টা ও প্রচেষ্টা করেছিলো। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে আল-কোরআনে বলেছেন :

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الانفال : ٦٤)

অর্থ : হে নবী, আপনার জন্য এবং আপনার অনুসারীদের জন্য আমি আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা আল-আনফাল : ৬৪ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলের সাহায্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন :

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ

www.pathagar.com

اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ـ (التوبة : ٤٠)

অর্থ : তোমরা রাসূলকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন। যখন কাফেররা তাকে (মাতৃভূমি) থেকে বহিষ্কার করেছিলো। তিনি ছিলেন দুই জনের একজন। গুহার মধ্যে তারা অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর সাথী (আবু বকর)-কে বললেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করেছেন এবং এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ কাফেরদের মাথাকে নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাকে সমুন্নত করলেন। (সূরা আত-তওবা : ৪০ নং আয়াত)

হিজরতের রাতে রাসূলের বাড়ীতে কাফেররা পাহারা দিচ্ছিলো। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে সাহায্য করেছেন বলে তিনি তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

মুহাম্মদ (সা.) ও আবু বকর রা.-কে আল্লাহ তা'য়ালা 'সাউর' পাহাড়ের গুহায় সাহায্য করেছেন বলেই তাঁরা নিরাপদে মদীনা আল-মোনাওরায় পৌঁছেছেন। ইতোপূর্বে রাসূল (সা.) হিজরতের সময় মদীনা রাষ্ট্রের ক্ষমতার জন্য আল্লাহর কাছে বিষয়টি তুলে ধরে বলেন :

وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ـ (إسراء : ٨٠)

অর্থ : আপনার পক্ষ থেকে আমাকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান করুন। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮০ নং আয়াত)

রাসূল (সা.) বুঝতে পেরেছেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া আল্লাহর আইন কানুন সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ ـ (المجمع الفتوى)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সুলতান বা রাষ্ট্র প্রদানের দ্বারা (যে অন্যায়) প্রতিহত করেন তা আল-কোরআনের দ্বারা (বাস্তবায়ন বা প্রতিহত) করেন না। (মাজমায়া ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়া : ১১তম খণ্ড পৃ. ৪১৬)

www.pathagar.com

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হলেন সেখানে আল্লাহর আইন ও কানুনগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। ফলে মুসলমানদের শত্রুদেরকে আল্লাহ হটিয়ে দিয়ে শান্তির রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ (الحج : ٣٨)

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ (রাব্বুল আলামীন) মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। (সূরা আল-হজ্জ : ৩৮ নং আয়াত)

ইসলামের শত্রুরা নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র (মদীনাকে) ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। সেই জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে মদীনা আক্রমণের জন্য 'বদরের ময়দানে' একত্রিত হলো। আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীদেরকে বদরের ময়দানে ফেরেশতা নাযিল করে সাহায্য করেছেন, অনুরূপ হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার একটি বাহিনী হচ্ছে প্রচণ্ড বাতাস। আদ জাতিকে বাতাস দিয়ে ধ্বংস করেছেন, আবার ঐ বাতাস দিয়ে আহযাবের যুদ্ধে কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন। ঐ যুদ্ধে আল্লাহ ফেরেশতা নাযিল করেননি। ঐ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ـ (الاحزاب : ٩)

অর্থ : আমি (কাফেরদের প্রতি) প্রচণ্ড বাতাস এবং এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছি, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। (সূরা আল-আহযাব : ৯ নং আয়াত)

অর্থাৎ : আল্লাহ আহযাবের যুদ্ধে দুইটি জিনিস নাযিল করেছেন। একটি প্রচণ্ড বাতাস দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাফেরদের অন্তরে ভয়ভীতি। এর ফলে তারা খন্দকের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেছে। (তাফসীর ইবনে কাছির : ৩য় খণ্ডের ৬২০ নং পৃষ্ঠায় এই আয়াতের ব্যাখ্যা)

অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালা বনি কোরাইযার যুদ্ধে কাফেরদের মনের ভেতরে ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ـ

(الاحزاب : ٢٦)

www.pathagar.com

অর্থ : (আল্লাহ) তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদল একদলকে হত্যা করেছো আর অন্যদলকে বন্দী করেছো। (সূরা আল-আহযাব : ২৬ নং আয়াত)

তাছাড়া তাবুকের যুদ্ধে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীরা প্রচণ্ড গরম এবং খাদ্যাভাব ও পানির সংকটসহ দীর্ঘ সফরের ফলে অনেক কষ্ট করে চল্লিশ হাজার সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উপকূলে তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা যুদ্ধের ময়দানে আসেনি।

আর মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করে বলেন :

يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ـ (الفتح : ٣)

অর্থ : আপনাকে আমি বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেছি। (সূরা আল-ফাতাহ : ৩ নং আয়াত)

আবরাহার বাহিনীকে আল্লাহ তাঁর বাহিনী পাখি ও পাথর দিয়ে ধ্বংস করেছেন। তাই সমস্ত সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর বাহিনী। তিনি যখন যাকে নির্দেশ দেন তখন তারা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। এটিই হচ্ছে মুমিনের বিরাট শক্তি।

মুহাম্মদ (সা.) এর ইন্তেকালের পরে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন বান্দাদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) যুগে আল্লাহ তা'য়ালা অনেক যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। তন্মধ্যে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক, হেমস জয় করেন তিনি। তারপর জর্ডানের ফিহল জয় করার পর ইয়ারমুকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহ (রা.) উভয়েই যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধ করেন। মহান আল্লাহ ঐ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দান করেছেন।

হিজরী ১৫ সনের ১৫ই রমাযান মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র স্থান বায়তুল মাকদাসকে আবু ওবায়দার নেতৃত্বে জয় করেন তিনি। হযরত ওমর (রা.) স্বশরীরে পৌঁছে জেরুযালেমবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করে মসজিদে

www.pathagar.com

আকসায় নামায পড়েন। তারপর তিনি আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মিসরের আলেকজান্দিয়াসহ সকল অঞ্চল জয় করেন।

ওমর (রা.) ইরাক ও ইরান জয় করার চিন্তা করেন। সেখানে আবু ওবায়দা ও মুসান্নার নেতৃত্বে সেনা পাঠানো হলো। সেই যুদ্ধের নাম জাসরের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে আবু ওবায়দা শাহাদাত বরণ করার পর মুসান্নার নেতৃত্বে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহ 'পারস্য' সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় দান করেন।

এইভাবে হযরত ওমরের (রা.) যুগে মাদায়েন, কাদেসিয়া, জালুলা এবং নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। হযরত ওসমানের (রা.) সময় সাইপ্রাস, আজার বাইজান, আর্মেনিয়া এবং ত্রিফলী ও কনষ্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) পর্যন্ত মুসলিম জাহানের সীমা বিস্তৃত হয়েছিলো।

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে তারেক বিন যিয়াদের হাতে আল্লাহ স্পেন জয় দেন। ৯২ হিজরীর রমযান মাসে তারেক নৌকার মাধ্যমে পানি সীমা পেরিয়ে স্পেনে পৌঁছে মুসলিম সেনাবাহিনীর নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বলেন, হে সেনারা! তোমাদের পিছনে সাগর সামনে শত্রুবাহিনী। আল্লাহর কসম তোমাদের জন্য ঈমানের দাবিতে সত্যবাদিতার বাস্তবায়ন ব্যতীত বাঁচার কোন আর পথ নেই। এ পরিস্থিতিতে তারা শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বিজয়ের সূর্য ছিনিয়ে আনেন।

হিজরী ৯৬ সালের রমযান মাসে মোহাম্মদ বিন কাশিমের হাতে অত্যাচারী সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত হয়। উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের শেষ আমলে মুসলিম শাসন কায়েম হয়। এই বিজয় ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা করে।

আব্বাসী খলিফা মোতাসিম বিল্লাহ শুনতে পেলেন বাইজানটাইন সম্রাট থিওফিল রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত মুসলিম শহর অযপেট্টা (Azopetra) আক্রমণ করে শহরটি জ্বালিয়ে দেয়। শিশু ও পুরুষদেরকে দাস ও মহিলাদেরকে দাসী বানিয়ে নেয়। তাদের চোখ উপড়ে ফেলে, কান-নাক কেটে ফেলে। এটি ছিলো মোতাসিমের মায়ের জন্মস্থান। তিনি থিওফিলের বাপের জন্মস্থান আমুরিয়া ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেন। তাই ২২৩ হিজরীর ৬ই রমযান ৫ লাখ মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে থিওফিলের বাহিনীকে পরাজিত করেন। তারপর সেলজুক রাষ্ট্রের অধিনায়ক বা বাইজানটাইন বাহিনীর উপর "আলফ আর

www.pathagar.com

সালাম" মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হন। মুসলিম বাহিনী রাজধানী খোরাসানে খ্রীষ্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ করে ৪র্থ সম্রাট রোমানোসকে বন্দী করেন।

মিসরের সুলতান সালাহ উদ্দিন ইউসুফ বিন আইয়ুব ১১৮৭ খৃ. মোতাবেক ৫৮৩ হিজরীতে বায়তুল মাকদাস উদ্ধারের লক্ষ্যে হিত্তিন ময়দানে পৌঁছেন। মুসলিম বাহিনী জেরুযালেমের খ্রীষ্টান রাজাকে বন্দী, ৩০ হাজার সৈন্য আটক ও অন্য ৩০ হাজার সৈন্যকে হত্যা করে জেরুযালেমে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়।

তাতারের রাজা হালাকু খাঁ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিলো। তারা বর্বর, দুর্ধর্ষ এবং অত্যাচারী ছিলো। সে মিসরের তৎকালীন শাসক কোতজেরকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। তিনি আত্মসমর্পণ না করে ফিলিস্তিনের নাবলুস ও সিরিয়ার বিসানের মাঝামাঝি 'আইনে জালুত' নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তাতারিদের সাথে যুদ্ধ করেন। (১২৬২ খৃ.) ৬৫৮ হিজরীর ২৫ শে রমযান যুদ্ধ শুরু হলে তাতার সেনাপতি কাতাবগা নিহত হয়। এই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছেন। তারপর ৬৬৬ হিজরীতে 'জাহের বাইবারস' তাতারদের কাছ থেকে তুরস্ক দখল করেন তিনি। তারপর তুরস্কের ওসমানী শাসক 'সুলতান মোহাম্মদ আল-ফাতেহ' ১৪০৩ খৃ. কনষ্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) অবরোধ করে তা জয় করেন। এই বিজয়ের ফলে বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া এবং অষ্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচার, প্রসার শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের ৬ই অক্টোবর মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে কঠিন যুদ্ধ হয়। মুসলিম মিসরীয় পদাতিক বাহিনী পবিত্র রমযান মাসে সুয়েজ খাল অতিক্রম করে ইসরাইলী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে, যা ইসরাইলের কল্পনাতীত ছিলো। আমেরিকা ইসরাইলকে সে দিন সহযোগিতা না করলে ইসরাইলের পরাজয় সুনিশ্চিত ছিলো। (রমযানের তিরিশ শিক্ষা : ১৯০ পৃ. থেকে ১৯৫ পৃ., এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম)

বর্তমানে আল্লাহর সাহায্য আসার উপায়সমূহ

আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হওয়া : আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশেষ মহামানব মুহাম্মদ (সা). কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ তাঁর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁকে যদি আমরা জীবনের সকল স্তরে অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলতে পারি, তাহলে

www.pathagar.com

আল্লাহ আমাদের বিপদ-আপদ ও প্রয়োজনের সময় সাহায্য প্রেরণ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালার উপর নির্ভেজাল ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ আমরা পালন করছি কি? যাকাত ও হজ্জের জন্য সামর্থ্য থাকতে হবে। কিন্তু অন্যগুলো সকলের উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। আমরা অনেকেই ঈমানের সাথে শিরক যুক্ত করেছি, অহরহ বেদয়াতী কাজ সাওয়াবের আশায় পালন করছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করি না। রমযান মাসে বিভিন্ন অজুহাতে সাওম পালন করি না। মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করি, ওজনে কম দেই। নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন ও লুণ্ঠন, এমন কি হত্যা করাকেই কৃতিত্ব মনে করি। ইসলামী অর্থনীতি পরিহার করে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাকে ভালো মনে করি। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় মনে করি। আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে অবজ্ঞা করছি। লগি-বৈঠা দিয়ে লোক মারাকে বৈধ মনে করছি। রাসূল (সা.) বলেছেন :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ (متفق عليه)

অর্থ : মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাট-বাজার, মাঠে-ময়দানে, অফিস-আদালত এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সচিবালয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শকে বর্জন করে দুর্নীতি, ঘুষের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। নারীকে পর্দায় রাখা বিশ্বাস করি না, যা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত। যদি এ সব অসৎ গুণাবলী পরিহার করে, আমরা সত্যিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হতে পারি, তাহলে বিজয় হবেই। আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বিজয় সম্পর্কে বলেছেন :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

(منافقون : ٨)

অর্থ : শক্তি ও সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (সূরা মুনাফিকুন : ৮ নং আয়াত)

www.pathagar.com

তাফসীর ফতহুল কাদিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর শক্তি ও বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীর ফতহুল কাদির : ৫/৩২৫ নং পৃ.)

আল্লাহ আরো বলেন :

فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ـ (الحشر : ٢)

অর্থ : আল্লাহর (সাহায্য) তাদের উপর এমনভাবে আসলো, যার কল্পনাও তারা করেনি। (সূরা আল-হাশর : ২ নং আয়াত, তাফসীর ফতহুল কাদিরের ব্যাখ্যা)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ সাহাবীরা জীবন বাজি রেখে ধরে রেখেছিলেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তদানিন্তন আবিসিনিয়ার বাদশাহ 'নাজাসীর কাছে' আল্লাহর নবীর সাহাবী জাফর ইবনে আবি তালেবের আদর্শবাদী জীবন বিধানের বর্ণনা। যার ফলে বাদশাহ নাজাসী মুহাম্মদ (সা.) ঈমান এনেছিলো। রাজির যুদ্ধে কাফেরদের হাতে বন্দী খোবাইব আল-আনসারীকে শূলীতে ঝুলানোর পূর্বে (হাতের নখ ও নাভীর নিচের চুল পরিষ্কারের জন্য) ক্ষুর দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু যে হারেস তাকে হত্যা করবে, তার একজন সন্তান খোবায়েবের কাছে চলে আসায় হারেস তা দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তখন খোবাইব বললেন তুমি কি মনে করেছো আমি এই ক্ষুর দিয়ে বাচ্চাটিকে হত্যা করবো? আমি (যে আদর্শ শিখেছি) এর ফলে মানুষ মারতে পারি না। (সহীহ আল-বুখারী : ৪/১৪৯৮ পৃ.)

* মুসলিমদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপন : কিছু কিছু মুসলিম দেশের জনগণ পরস্পরের মধ্যে মারামারি, হত্যা, গুমের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তখন ঐ দেশের জনগণের মধ্যে কোন ঐক্য থাকে না। যেমন ইরাকে শিয়া-সুন্নী, আরব-কুর্দী, মরক্কোতে আরব-বার্বার, মিসরে মুসলমান-কিবতি, পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী, বাংলাদেশে স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষের কথা তুলে ধরে জনগণকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া একটি দেশ, অন্য আরেক দেশের ভূমি ও ভাষাগত কারণে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। রুয়ান্ডা ও কংগোতে ধর্মীয় মতানৈক্য ও ভাষাগত বিভেদ, ইরাক ও ইরান শাতিল আরব নিয়ে, সুদানে খ্রীষ্টান ও মুসলিম ধর্মীয় কারণে, উপমহাদেশে হিন্দুস্তানী-পাকিস্তানী ধর্মীয় কারণে ও পাকিস্তানী-বাংলাদেশী জাতি ভাষা নিয়ে– প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। এই অনৈক্য ও অস্থিরতার পেছনে কাজ করেছে পশ্চিমাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা।

www.pathagar.com

ফলে ইসলামী বিশ্ব কোন স্বতন্ত্র ব্লক সৃষ্টি করা বা পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি প্রদর্শন করার যোগ্য থাকেনি। (বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজি, পৃ. নং ৪৯, ইয়াসির নাদীম)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করলে কি ক্ষতি তা তুলে ধরে বলেন :

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ (الانفال : ٤٦)

অর্থ : আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, তোমরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। (যদি ঝগড়া করো) তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল-আনফাল : ৪৬ নং আয়াত)

বর্তমানে মুসলিমদের অনৈক্যের ফলে ও মিথ্যা অজুহাতে ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়ামেন, সুদানসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে কুফরি শক্তি আক্রমণ করেছে। মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এ কারণে আল্লাহ বলেছেন :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ (ال عمران : ١٠٣)

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রজ্জু (কোরআন)-কে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন (পৃথক) হয়ে পড়ো না। (সূরা আল-ইমরান : ১০৩ নং আয়াত)

তাফসীর ইবনে কাছির ও তাফসীর ইবনে জারিরে এই আয়াতের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং অনৈক্য পরিহারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাছির ২/৭৪ পৃ. ও তাফসীর ইবনে জারির ৩/৩০ নং পৃ.)

সর্বশেষ রাসূল 'মুহাম্মদ' (সা.) ঐক্যবদ্ধ থাকলে কি উপকার তা তুলে ধরে বলেন :

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ (ترمذى)

অর্থ : জামায়াত (একতাবদ্ধের) মধ্যে আল্লাহর (রহমতের) হাত রয়েছে। (তিরমিযী- কিতাবুল ফিতান)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : যে মুসলিমরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তাঁরা আল্লাহর দলের লোক হয়ে যায়। আর ঐ দলের উপর আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অনিবার্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ ـ (المائدة : ٥٦)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর দলের লোকেরাই বিজয় লাভ করবে। (সূরা আল-মায়েদা : ৫৬ নং আয়াত)

খ. মুসলিমদের অবস্থার পরিবর্তন করা : বর্তমান মুসলিমদের অবস্থার পরিবর্তন করা। বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজ করছে, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সঠিক ও বাস্তব পরিবর্তন না করলে আল্লাহর সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। আমরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি। কিন্তু রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্য স্থাপন করে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে যাচ্ছি, শিখা চিরন্তন বা শিখা অনির্বাণ বানিয়ে আগুনকে সম্মান করছি। পুরুষ নেতৃত্ব বাদ দিয়ে আমরা মহিলা নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিচ্ছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ বর্জন করে আমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান এবং হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি পালন করছি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

অন্ধকার যুগের লোকদের মতো আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি ও হিংসা-বিদ্বেষ, ধর্ষণ, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা চালিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র বসবাসের অনুপযোগী করে ফেলেছি। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা এই অবস্থার পরিবর্তন করলে দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি আসবে। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُوْا مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ـ (الرعد : ١١)

অর্থ : আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না ঐ জাতি তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরা আর-রায়াদ : ১১ নং আয়াত)

অপরদিকে মুহাম্মদ (সা.) আমাদের জন্য সুন্দর একটি হাদীস তুলে ধরে বলেছেন :

إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَغْنِيَائُكُمْ سُمَحَائُكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا ـ وَإِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ شِرَارُكُمْ

www.pathagar.com

وَاَغْنِيَائِكُمْ بُخَلَائِكُمْ وَاُمُوْرِكُمْ إِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنِ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ ظَهْرِهَا ـ (ترمذى)

অর্থ : যখন তোমাদের আমিরগণ (শাসকবর্গ) তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (উত্তম) ব্যক্তি হবে, তোমাদের সম্পদশালীগণ দানশীল হবে এবং তোমাদের সার্বিক কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে তখন মাটির নিচ (মৃত্যু) থেকে পৃথিবীতে বসবাস করা উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের সম্পদশালীরা কৃপণ হবে, তোমাদের সার্বিক কাজকর্ম নারীর হাতে ন্যস্ত হবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা মাটির নিচ উত্তম হবে। (তিরমিযী)

অর্থাৎ : বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই উত্তম হবে। (রূহুল মায়ানী)

তাই যারা সমাজের এই ফেতনা-ফাসাদ সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাবেন। তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন :

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ (الانفال : ٤٠)

অর্থ : তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি কতই না চমৎকার সাহায্যকারী। (সূরা আল-আনফাল : ৪০ নং আয়াত)

* বৈষয়িক ও আত্মিক শক্তি অর্জন করা : কোন দেশের জনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলে এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান আসমানী গ্রন্থ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করলে কাফের ও মুশরিক এবং মুনাফিক নামধারী লোকেরা তা বাস্তবায়নে বিরোধিতা অথবা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতে পারে। তাই তাদের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ বৈষয়িক শক্তি অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ (الحديد : ٢٥)

অর্থ : আমি (আল্লাহ) লোহা নাযিল করেছি। এতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। (সূরা আল-হাদীদ : ২৫ নং আয়াত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়নকারী ঈমানদার মুসলিমদেরকে বিরোধী শক্তির লোকেরা হত্যা, নির্যাতন চালাবে এটি আল্লাহ চান

www.pathagar.com

না। তাই তাদেরকে বৈষয়িক শক্তি (যুদ্ধাস্ত্র) তৈরীর প্রশিক্ষণ নিতে আল্লাহ নিজেই বলেছেন। আল্লাহ দাউদ (আ.)-কে বলেন :

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سَبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا. (سبا : ١١)

অর্থ : আমি (আল্লাহ) দাউদের জন্য লোহাকে নরম করেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো। (সূরা সাবা : ১১ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে যুদ্ধাস্ত্র বানানোর কৌশল শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ ـ (الانبياء : ٨٠)

অর্থ : আমি (দাউদকে) তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। তোমরা কি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করবে না? (সূরা আল-আম্বিয়া : ৮০ নং আয়াত)

অপর দিকে তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোলায়মান (আ.) এর জন্য আল্লাহ অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তন্মধ্যে তামার ঝর্ণা তার জন্য প্রবাহিত করেছিলেন যাতে সিলভারের জিনিস বানাতে পারেন। (সূরা সাবা : ১৩ নং আয়াত)

আল-কোরআন থেকে জানা যায়, পৃথিবীর তিন মেরুর বাদশাহ জুলকারনাইন তিনি তামা ও লোহা দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বর্বর, সন্ত্রাসী বাহিনীদ্বয় ইয়াজুজ-মাজুজের পথকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-কাহাফে বলেন :

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط حَتّٰى إِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ط حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا لا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا. (الكهف : ٩٦)

অর্থ : (জুলকারনাইন মজলুম জনতাকে বললেন) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও, ফলে পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান লৌহস্তূপে সমান হয়ে গেল। তারপর (জুলকারনাইন) বললেন, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকো, তখন তা

www.pathagar.com

আগুনে পরিণত হলো। তখন তিনি বললেন গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা (লোহার স্তূপে) ঢেলে দেই। (সূরা আল-কাহফ : ৯৬ নং আয়াত)

অর্থাৎ : লোহা এবং তামা দিয়ে জুলকারনাইন বাদশাহ পৃথিবীর সন্ত্রাসী বাহিনীর শক্তিকে খর্ব করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদেরকে যুদ্ধের অস্ত্র বানাতে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ.

(الانفال : ٦٠)

অর্থ : তোমরা কাফিরদের মোকাবেলার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্য শত্রুদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না; কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। (সূরা আল-আনফাল : ৬০ নং আয়াত)

এই কারণে দশম ও.আই.সি শীর্ষ সম্মেলনে ড. মাহাথির মুহাম্মদ দুঃখের সাথে বলেন, আমরা প্রতিরক্ষার প্রতি জোর না দিয়ে জোর দিচ্ছি নবীর সময়কার ব্যবহৃত অস্ত্রপাতির দিকে। এসব অস্ত্র আর ঘোড়া এখন আর আমাদের প্রতিরক্ষার কাজে লাগবে না। আমাদের দরকার বন্দুক, রকেট, বোমা ও যুদ্ধ বিমান। দরকার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধ জাহাজ।

যেহেতু আমরা আমাদের আখিরাতের জন্য কল্যাণজনক নয় বলে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি চর্চাকে নিরুৎসাহিত করেছি। তাই আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা আজ নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে আমাদের অস্ত্র কিনতে হলে আমাদের নিন্দুক ও শত্রুদের কাছ থেকে কিনতে হচ্ছে। (মাসিক পৃথিবী : ডিসেম্বর : ২০০৩ সংখ্যা পৃ. নং ৫৪)

কিন্তু মুসলমানরা যেন অস্ত্র বানাতে না পারে সেই জন্য জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন প্রায় সময় হুমকি ও ধমকি প্রদান করছে। তারা নিজেরা অস্ত্র বানাতে পারবে আর মুসলমানরা অস্ত্র বানাতে পারবে না। এটিতো ডাবল ষ্টেণ্ডনীতি। তাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্বার্থের রাজনীতি চলে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের যে ভ্যাটো অধিকার রয়েছে, তা মূলত জঙ্গি ও বর্বর আইনের সদৃশ। আমেরিকার বিরোধিতাকারী দেশগুলোর সাথে কঠোর ব্যবহার করা

www.pathagar.com

এবং আমেরিকার মিত্র দেশগুলোর মাথায় হাত রাখার দ্বি-মুখী রাজনীতি জাতিসংঘকে সন্দেহ যুক্ত ও অগ্রহণ যোগ্য বানিয়ে দিয়েছে। আজ বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে জাতিসংঘ, আমেরিকা ও জায়নিষ্ট (ইয়াহুদীদের) একটি গোলাম ও তাবেদার সংঘ। (বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন ষ্ট্রাটেজি, পৃ. নং ১০৬, ইয়াসির নাদীম)

মহান আল্লাহর লোহা নাযিলের উদ্দেশ্য, যুদ্ধাস্ত্র বানিয়ে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করা এবং এর সাহায্যে আল্লাহর বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা। তাছাড়া লোহা দিয়ে মানুষ শিল্প-কারখানা, কল-কব্জা, দা, খন্তা, কাঁচিসহ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলো বানিয়ে থাকে। তবে আল্লাহ লোহা নাযিলের মাধ্যমে 'সমরাস্ত্র' দ্বারা দ্বীনের জন্য জিহাদে সাহায্য করতে চান। (তাফসীরে মারেফুল কোরআন : সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

রাসূল (সা.) বলেছেন :

مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رواه البزار ٥/٤٨٧، ٩٣٩٨ حديث)

অর্থ : যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ (ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট) করলো, তার জন্য কেয়ামতের দিন জ্যোতি রয়েছে। (আল-বাজ্জার : ৫/৪৮৭ পৃ., হাদীস নং : ৯৩৯৮)

رَمٰى শব্দটির অর্থ নিক্ষেপ পণ্য, বর্তমানে ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, গুলি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যায়।

* এখন আমরা আত্মিক শক্তি অর্জনের দিকগুলো তুলে ধরছি। আল্লাহ তা'য়ালার সাথে তাঁর যে বান্দা, যে দলের লোকেরা অধিক সম্পর্ক রাখবে, তাদেরকে আল্লাহ বিজয় ও সাহায্য করবেন। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন :

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ـ (البقرة : ١٥٢)

অর্থ : তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা আল-বাকারা : ১৫২ নং আয়াত)

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি (আত্মিক উন্নতি) স্থাপনের মাধ্যমগুলো হচ্ছে,

www.pathagar.com

* ধৈর্য ও নামায : মুসলিমদের জীবনটি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা গঠিত। বিপদে-আপদে মুসলিমরা কখনো অধৈর্য ও হিংসাত্মক কাজ করবে না। বরং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য ও যুগ উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই রাসূল (সা.) বদরের যুদ্ধের রাতে নফল নামায ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিজয় কামনা করেছেন। তার সাথে বৈষয়িক যে যুদ্ধাস্ত্র ছিলো তাও তিনি প্রস্তুত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ (البقرة : ١٥٣)

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল-বাকারা : ১৫৩ নং আয়াত)

*. আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করা : আল্লাহ তা'য়ালাকে সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখলে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রিয় পাত্র হয়ে যান। সে যা বলে তা দেন। আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ (الاحزاب : ٤١)

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। (সূরা আল-আহযাব : ৪১ নং আয়াত)

রাসূল (সা.) বলেন : আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন : আমি যদি কাউকে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমি তার কানের মাধ্যমে শুনতে থাকি। আমি তার চোখ দিয়ে দেখি, তার হাত দ্বারা কোন বস্তুকে ধরি এবং তার পা দিয়ে চলতে থাকি। (বুখারী)

* দোয়া করা : আল্লাহ বলেছেন :

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْلَكُمْ ـ

অর্থ : আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের (দোয়া) আহ্বান কবুল করবো। (মুমিন-৬০)

ফরয নামায, রোযা পালন করে আল্লাহর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনকারীকে আল্লাহ সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

গ. মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা : মজলুম শব্দের অর্থ অত্যাচারিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. নং ৫৪৮, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

অপরদিকে, যালিম শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যাচারী, নির্যাতনকারী, উৎপীড়ক। (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. নং ৭৯৫, ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান)

বাস্তবিকেই কারা যালিম তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ (المائدة : ٤٥)

যে সমস্ত লোক আল্লাহর নাযিলকৃত গ্রন্থ অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই যালিম। (সূরা আল-মায়েদা : ৪৫ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ (سنن ابن ماجة)

অর্থ : নির্যাতিত লোকদের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নির্যাতিত ব্যক্তি ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। (সুনানে ইবনে মাজা : ১ম খণ্ডের ৫৬৮ পৃ.)

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেখা যায়, মুসলমান নামধারী লোকেরাই মুসলমানদেরকে হত্যা, আক্রমণ, গুম এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে রেখে অত্যাচার বা নির্যাতন চালায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে ঐ সমস্ত দেশের সরকারগণ ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুশরিকদের কথা মতো এ সমস্ত কাজ করছে। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশ ইয়াহুদী খ্রীষ্ট ঐক্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে যে বক্তব্য দিয়েছেন মুসলিম দেশের কিছু রাষ্ট্র প্রধান তা বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানে যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ রয়েছে। আমাদেরকে অনেক ইসলামী ও আরব রাষ্ট্র অতিক্রম করতে হবে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তেজ হব না, যতক্ষণ প্রত্যেক মুসলমান নিরস্ত্র, দাড়িবিহীন, ধর্মহীন, শান্তি প্রিয় ও মার্কিন প্রেমিক না হবে। মুসলিম নারীরা তাদের হিজাব বৃত্তি করা ছেড়ে না দেবে। (বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন ষ্ট্রাটেজি, পৃ. নং : ১০৫– ইয়াসির নাদীম)

www.pathagar.com

এরপর ইরাকের উপর মার্কিন আক্রমণ চালানো হলো। লাখ লাখ টন বোমা বর্ষণ করা হলো। অগণিত মানুষ মৃত্যু গ্রাসের শিকার হলো। তারপর ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে আফগানিস্তানে আক্রমণ করা হলো। অর্ধ শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনী জনগণের উপর ইসরাইল অত্যাচার চালিয়ে আসছে। সেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে পেশকৃত নিন্দা প্রস্তাবে আমেরিকা সব সময় ভ্যাটো দিয়েছে। (বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন ষ্ট্রাটেজি, পৃ. নং : ১০৯– ইয়াসির নাদীম)

মজলুম জনতাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ (النساء : ٧٥)

অর্থ : আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই যালিম জনপদ থেকে বের করে দাও। আর তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (সূরা আন-নিসা : ৭৫ নং আয়াত)

যারা মানুষের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার, নির্যাতন চালায়। তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পতিত হয়। আল্লাহ বলেন :

اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ (هود : ١٨)

অর্থ : জেনে রাখ যালিমদের প্রতি আল্লাহর লানত (অভিশাপ) পতিত হবে। (সূরা হূদ : ১৮ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ (الدهر : ٣١)

অর্থ : আর যালিমদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আদ-দাহর : ৩১ নং আয়াত)

মজলুমকে সাহায্য করার জন্য যারা এগিয়ে আসবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً ..... وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

(النساء : ٩٥)

অর্থ : গৃহে বসে থাকা লোকদের চেয়ে যারা জান ও মাল দিয়ে (মজলুম লোকদের উদ্ধারের জন্য) প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ তাদের পদ-মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রচেষ্টাকারীদেরকে গৃহে বসে থাকা লোকদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। (সূরা আন-নিসা : ৯৫ নং আয়াত)

প্রিয় পাঠক! মুসলিমদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অবধারিত। আমরা আমাদের চরিত্রকে পরিবর্তন করি, ইনসানে কামেল হই, প্রকৃত মুমিন হই আর ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমতো বের হই। দেখবেন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন ॥

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-42-9

www.pathagar.com